জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

দ্বিতীয় শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

সিস্টার পুষ্প তেরেজা গমেজ
ব্রাদার ভিনসেন্ট সরোজ গমেজ

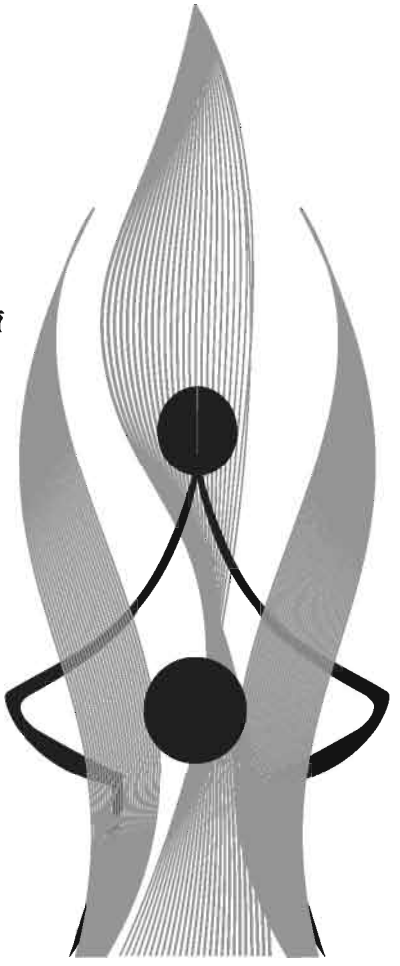

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন
ডমিয়ন নিউটন পিনারু
সমন্বয়কারী
শাহীনূর বেগম

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও **নৈতিক শিক্ষা** একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **খ্রিষ্টধর্ম** ও **নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে **খ্রিষ্টধর্ম** ও **নৈতিক শিক্ষা** শীর্ষক শিক্ষক নির্দেশিকায় বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাদের আবেগীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রগুলোকে বিকশিত করার বিষয়টি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সহায়িকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

১। পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক যে পাঠটি উপস্থাপন করবেন সেটি কয়েকবার পড়বেন।

২। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবেন।

৩। শিক্ষক নির্দেশিকায় দেওয়া অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল দেখে নেবেন।

৪। শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করবেন।

৫। ছবি/চিত্র উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লিখিত উপকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন।

৬। পরিকল্পিত কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দিয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষন করবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করাবেন।

৭। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনে সচেষ্ট হবেন।

৮। খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার নির্দেশিকায় বর্ণিত বিভিন্ন মন্ডলীতে নামের বানান ও অনুবাদ শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়		বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	:	মানুষ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর	৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর	৭
চতুর্থ অধ্যায়	:	আদম ও হবা	১০
পঞ্চম অধ্যায়	:	ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা	১৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	পাপের প্রকারভেদ	১৮
সপ্তম অধ্যায়	:	মন্দিরে বালক যীশু	২৩
অষ্টম অধ্যায়	:	পবিত্র আত্মা	২৮
নবম অধ্যায়	:	প্রভুর ভোজ	২৯
দশম অধ্যায়	:	সাক্রামেন্ত	৩৩
একাদশ অধ্যায়	:	পলের মন পরিবর্তন	৩৫
দ্বাদশ অধ্যায়	:	শেষ বিচার	৩৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র)	৪০

দ্বিতীয় শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়
মানুষ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১.১ ঈশ্বর মানুষকে দেহ ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।
শিখনফল: ১.১.১ সৃষ্টি বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।
১.১.২ ঈশ্বর মানুষকে দেহ ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।
১.১.৩ ঈশ্বর মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ–১ ঈশ্বরের সর্বোত্তম সৃষ্টি: মানুষ

শিখনফল: ১.১.১ সৃষ্টি বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।
১.১.২ ঈশ্বর মানুষকে দেহ ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ: গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখি ও বিভিন্ন মানুষের ছবি।

বিষয়বস্তু
পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্বর্গ ও পৃথিবীতে দৃশ্য–অদৃশ্য যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। আমাদের চারদিকে যে সব গাছপালা, ফুল–ফল, পশুপাখি, ওপরে নীল আকাশ, নিচে নদী, পাহাড়, বন–বনানী এই সবকিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। আমরা এও জানতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বর মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে তিনি দেহ ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হলো বিশেষ, কারণ সবস্ত প্রাণীর মধ্যে শুধুমাত্র মানুষই তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে। ঈশ্বর ভালোবেসে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যেন সমগ্র সৃষ্টি তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গাছপালা, ফুল–ফলের ছবি দেখিয়ে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।
গাছের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, গাছ থেকে আমরা কী পাই?
ফুলের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, ফুল দিয়ে আমরা কী করি?
আকাশে সূর্য ও চাঁদের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, চাঁদ ও সর্যূ আমাদের কী দেয়?
এই যে গাছপালা, ফুল–ফল, চাঁদ–সূর্য আমরা আমাদের চারদিকে দেখতে পাই, এসবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টি কত সুন্দর।
এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মানুষের ছবি বা মাটির তৈরি একটি মূর্তি বা পুতুল দেখাবেন ও প্রশ্ন করবেন:
তোমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?
মানুষের কী কী আছে?
মানুষের মধ্যে আর কী আছে যা দেখা যায় না, যা এই ছবি বা পুতুলের মধ্যে নেই?
এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন
আমাদের চারদিকে তাকালে আমরা যা কিছু দেখতে পাই, যত গাছপালা, ফুল–ফল, পশুপাখি, ওপরে নীল আকাশ, দিনে আকাশে সূর্য, আর রাতে চাঁদ ও তারা, এগুলো কোথা থেকে এসেছে?
এগুলো নিজে নিজে আসেনি, কেউ না কেউ এগুলো তৈরি বা সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কে এগুলো বানিয়েছে?
পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে, এসবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।
আমাদের চারদিকে আমরা যা কিছু দেখতে পাই এবং এমন কিছু আছে যা আমরা চোখে দেখতে পাই না, সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর শুধু গাছপালা, ফুল–ফল ও পশুপাখিই সৃষ্টি করেননি––
তিনি মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা, ফুল–ফল থেকে ঈশ্বর মানুষকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন।
তিনি মানুষকে হাত, পা, চোখ, নাক, মুখ, মাথাসহ একটি দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।
এই দেহটিতে তিনি দিয়েছেন প্রাণবায়ু অর্থাৎ একটি আত্মা, যা দেখা যায় না। দেহ ও আত্মা এই দুইয়ে মিলে হলো একটি মানুষ।
সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর মানুষকে আলাদা ও সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।
তাই মানুষকে বলা হয়, সৃষ্টির সেরা জীব।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সৃষ্টি কী?	আমাদের চারদিকে আমরা যা কিছু দেখতেপাই, গাছপালা, ফুল–ফল এসবই সৃষ্টি।
খ) এসব কে সৃষ্টি করেছেন?	এসব ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।
গ) ঈশ্বর আর কী সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।
ঘ) ঈশ্বর মানুষকে কী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর মানুষকে দেহ ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।
ঙ) সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে কে উত্তম?	সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে মানুষ হলো উত্তম।

পরিকল্পিত কাজ
মানুষের ছবি আঁকবে ও প্রতিটি অঙ্গের নাম লিখবে। মানুষকে দেহ ও আত্মা দিয়ে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে।

মূল্যায়ন
ক) এই সুন্দর পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? – ঈশ্বর।
খ) ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টি কী? – মানুষ।
গ) ঈশ্বর মানুষকে কী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? – দেহ ও আত্মা দিয়ে।

পাঠ–২: এসো ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করি

শিখনফল: ১.১.৩ ঈশ্বর মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।
উপকরণ: গাছের ডালসহ ফুল ও ফলের ছবি, প্রার্থনারত মানুষের ছবি
বিষয়বস্তু
ঈশ্বর মহান। তিনি ভালোবেসে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট সবকিছুই ভালো। ঈশ্বর ভালোবেসে তাঁর প্রতিমূর্তিতে দেহ ও আত্মা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হলো সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ যেন তাঁকে ভালোবাসতে পারে এবং তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করতে পারে। ঈশ্বর সব কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর সৃষ্টির যত্ন করি ও তাঁর সাথে আনন্দে জীবন যাপন করি। ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং সব সৃষ্টিকে যত্ন করা আমাদের মহান দায়িত্ব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবেন –
ডালসহ ফুলের ছবি দেখিয়ে, জিজ্ঞেস করবেন, ডালের মধ্যে তারা কী দেখতে পাচ্ছে?
ডালসহ ফলের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, ফলটি কোথায় ঝুলে আছে?
তারপর তিনি বুঝিয়ে দেবেন যে, ফুলটি একটি গাছে ফুটেছে এবং ফলটি একটি গাছে ধরেছে। তাহলে দেখা যায় যে, গাছের সার্থকতা আসে তার ফুল ফোটানোতে এবং ফল ধরাতে। এর মধ্য দিয়ে তারা সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও গৌরব করে। ঈশ্বর চান আমরা যেন আমাদের প্রয়োজন অনুসারে তাঁর সৃষ্ট সবকিছু ব্যবহার করি ও সমগ্র সৃষ্টির যত্ন করি।
এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন–
ঈশ্বর মানুষকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, সে কীভাবে তার জীবনে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে পারে? শিক্ষার্থীরা নিজেরা কীভাবে তাদের জীবনে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে পারে?
শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো তিনি বোর্ডে লিখবেন।
শিক্ষক এবার নিজে শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন কী কীভাবে মানুষ/শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে পারে, যেমন: প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর , যেমন: গাছপালা সৃষ্টি করার জন্য, সুন্দর সুন্দর ফুল ও সুস্বাদু ফল সৃষ্টি করার জন্য, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আলো ও বাতাস সৃষ্টি করার জন্য মানুষকে হাত, পা, চোখ, ইত্যাদি সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে অতি সুন্দর করে সৃষ্টি করার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে। আমাদের হাত, পা, চোখ, মুখ, কান সব অঙ্গ দিয়ে আমরা যেন তাঁর সেবা করতে পারি, তাকে ভালোবাসতে পারি। তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করতে পারি।

পরিকল্পিত কাজ: মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রার্থনা করবে:
প্রার্থনা: হে ঈশ্বর, তুমি এত সুন্দর করে এই জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছ সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি আমাকে দেহ ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছ, সে জন্য তোমার গৌরব ও প্রশংসা করি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার সৃষ্টিকেও ভালোবাসি।

মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ঈশ্বর কেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ যেন তাকে ভালোবাসে ও তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করে।
খ) আমরা কীভাবে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে পারি?	আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার গৌরব ও প্রশংসা করতে পারি।
গ) আমরা কেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব?	ঈশ্বর আমাদের সুন্দর ও উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন, তাই আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব।
ঘ) গাছ কীভাবে ঈশ্বরের গৌরব করে?	গাছ ফুল ও ফল দান করে ঈশ্বরের গৌরব করে।
ঙ) ফুল কীভাবে ঈশ্বরের গৌরব করে?	ফুল ফুটে ঈশ্বরের গৌরব করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ২.১ ঈশ্বর মানুষ ও জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।
২.২ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারবে।

শিখনফল: ২.১.১ ঈশ্বরের সবকিছু করার শক্তি আছে তা বলতে পারবে।
২.১.২ ঈশ্বর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।
২.১.৩ ঈশ্বরকে সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ– ১ ঈশ্বর: সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা

শিখনফল: ২.১.১ ঈশ্বরের সবকিছু করার শক্তি আছে তা বলতে পারবে।
২.১.২ ঈশ্বর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ: সৃষ্টির একটি ছবি এবং মানুষের হাতের তৈরি কিছু জিনিস মাটির বা প্লাস্টিকের তৈরি ফুলফলের ছবি।

বিষয়বস্তু

পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে, ঈশ্বর তাঁর মুখের কথা দিয়ে এই জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই– এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। শুধু তা–ই নয়, বাইবেলের সৃষ্টির গল্প হতে আমরা জানতে পারি, ঈশ্বর সাত দিনে এই আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর সবকিছু করার শক্তি আছে। তিনি বলেছেন, আলো হোক", আর দেখ আলো হলো। দিনের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য আর রাতের জন্য চাঁদ ও তারা। তিনি বলেছেন, জলরাশি স্থলভাগ হতে আলাদা হোক।" আর হলোও তাই। এভাবে তিনি সাগর, মহাসাগর ও সমুদ্র সৃষ্টি করলেন। তিনি বললেন, আকাশে পাখি ও ডাঙায় প্রাণী হোক।" আর হলোও তাই। এরপর তিনি নিজের সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাঁর রচিত সবকিছুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন সত্যিই তা খুবই ভালো হয়েছে। এভাবে তিনি সৃষ্টির কাজ শেষ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিলেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্ট চারপাশের জিনিসগুলো দেখাবেন। তারপর শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে সৃষ্টির ছবিটি দেখাবেন, যেখানে রয়েছে গাছপালা, ফুল–ফল, আকাশ–নদী ইত্যাদি এবং সেইসাথে মানুষের হাতের তৈরি জিনিসগুলো দেখাবেন। ছবিতে এবং বাইরের প্রকৃতিতে যে জিনিসগুলো তারা দেখেছে সেগুলো নিয়ে শিক্ষক শিক্ষাথীদের সাথে আলোচনা করবেন। ছবির বস্তুগুলো দেখিয়ে তিনি বলবেন, এগুলোর মধ্যে সৌন্দর্য আছে কিন্তু কোনো প্রাণ নেই। আর প্রকৃতিতে শিক্ষার্থীরা যা দেখে এসেছে তাতে সৌন্দর্য এবং প্রাণ দুই–ই রয়েছে। প্রকৃতিতে এই যা কিছু আমরা দেখতে পাই এবং এমন কিছু আছে যা আমরা খালি চোখে দেখতেও পাই না, এ সবই ঈশ্বর তাঁর মুখের কথা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই, শুধুমাত্র তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ভালোবাসা দিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

শুধু তা–ই নয়, বাইবেলের সৃষ্টির গল্প থেকে আমরা জানতে পারি, ঈশ্বর সাত দিনে এই আকাশ ও পৃথিবীর সবস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর সবকিছু করার শক্তি আছে। তিনি বলেছেন, আলো হোক", আর দেখ আলো হলো। দিনের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য আর রাতের জন্য চাঁদ ও তারা। তিনি বলেছেন,

" জলরাশি স্থলভাগ হতে আলাদা হোক।" আর হলোও তাই। এভাবে তিনি সাগর, মহাসাগর ও সমুদ্র সৃষ্টি করলেন। তিনি বললেন," আকাশে পাখি ও ডাঙায় প্রাণী হোক।" আর হলোও তাই। এরপর তিনি নিজের সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাঁর রচিত সবকিছুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন সত্যিই তা খুবই ভালো হয়েছে।এ ভাবে তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিলেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ঈশ্বর কীভাবে এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন?	ঈশ্বর তাঁর মুখের কথা দিয়ে এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।
খ) ঈশ্বর কতদিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন?	ঈশ্বর সাত দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।
গ) দিনে আলো দেওয়ার জন্য তিনি কী সৃষ্টি করলেন?	দিনে আলো দেওয়ার জন্য তিনি সূর্য সৃষ্টি করলেন।
ঘ) রাতে আলো দেওয়ার জন্য তিনি কী সৃষ্টি করলেন?	রাতে আলো দেওয়ার জন্য তিনি চাঁদ ও তারা সৃষ্টি করলেন।
ঙ) তাঁর রচিত সবকিছুর দিকে তাকিয়ে ঈশ্বর কী দেখলেন?	তাঁর রচিত সবকিছুর দিকে তাকিয়ে ঈশ্বর দেখলেন সত্যিই তা খুবই ভালো হয়েছে।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের সৃষ্ট পাঁচটি বস্তুর নাম লিখবে। ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে।

মূল্যায়ন

১। ঈশ্বর কীভাবে এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন?
২। ঈশ্বর কত দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন?
৩। দিনে আলো দেওয়ার জন্য তিনি কী সৃষ্টি করলেন?
৪। রাতে আলো দেওয়ার জন্য তিনি কী সৃষ্টি করলেন?
৫। তাঁর রচিত সবকিছুর দিকে তাকিয়ে ঈশ্বর কী দেখলেন?

পাঠ–২ সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব তাঁরই

শিখনফল: ২.১.৩ ঈশ্বরকে সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে।

উপকরণ: সৃষ্টির একটি ছবি।

বিষয়বস্তু

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণে ও আমাদের মঙ্গলের জন্য এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রতিদিন আমরা কত কিছু যে পাই তা গুণে শেষ করা যাবে না। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যা কিছু দরকার, খাদ্য ও পানীয়, আলো ও বাতাস তা ঈশ্বরই আমাদের দান করেন। পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক- শিক্ষিকাদের ভালোবাসা, স্নেহ যত্ন , এবং বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করার আনন্দ, এই সবকিছুও আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকেই পাই। সবকিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব । আমরা যখন দেখি পৃথিবীতে আমাদের চিন্তা ও ধারণার অতীত কত জিনিস রয়েছে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, বিভিন্ন মানুষ, কত বৈজ্ঞানিক কত কিছু আবিষ্কার করছেন, যা ঈশ্বর আগেই সৃষ্টি করে রেখেছেন, তখন শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। আনন্দে আমাদের হৃদয় মন ভরে ওঠে। আমাদের মধ্যে ধন্যবাদের মনোভাব জেগে ওঠে। উল্লাসে আমরা গেয়ে উঠি: "সুন্দর পৃথিবীর তুমি সুন্দর ভগবান, সৃষ্টি তোমার প্রতি ক্ষণে ক্ষণে গাহে তব মহিমা গান।"

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন, তারা কে কী কী করতে পছন্দ করে ও সুন্দরভাবে করতে পারে। কেউ হয়তো বলবে, তারা অঙ্কন করতে পছন্দ করে, কেউ গান গাইতে পছন্দ করে, কেউ ছড়া বলতে পছন্দ করে, কেউ ভালো খেলতে পারে। শিক্ষক কয়েকজনকে ছড়া বলতে দেবেন বা ছোট গান গাইতে দেবেন।

তাদের ছড়া ও গান শোনার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, আমাদের এই সব গুণাবলি ঈশ্বরের দান। ঈশ্বরই আমাদের এত সুন্দর সুন্দর দান ও গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু আমাদের একটি দেহই দেননি, একটি আত্মাও দিয়েছেন, যেন আমরা তার গৌরব ও প্রশংসা করতে পারি।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণে ও আমাদের মঙ্গলের জন্য এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রতিদিন আমরা কত কিছু যে পাই তা গুণে শেষ করা যাবে না। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যা কিছু দরকার, খাদ্য ও পানীয়, আলো ও বাতাস তা ঈশ্বরই আমাদের দান করেন।

পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক- শিক্ষিকাদের ভালোবাসা, স্নেহ যত্ন এবং বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করার আনন্দ, এই সবকিছু আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকেই পাই। সবকিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব।

আমরা যখন দেখি পৃথিবীতে সুন্দর সুন্দর কত জিনিস রয়েছে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, বিভিন্ন মানুষ, কত বৈজ্ঞানিক কত কিছু আবিষ্কার করছেন, যা ঈশ্বর আগেই সৃষ্টি করে রেখেছেন, তখন শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে আমাদের মাথা নত হয়ে আসে।

আনন্দে আমাদের হৃদয় মন ভরে ওঠে। আমাদের মধ্যে ধন্যবাদের মনোভাব জেগে ওঠে। উল্লাসে আমরা গেয়ে উঠি: "সুন্দর পৃথিবীর তুমি সুন্দর ভগবান, সৃষ্টি তোমার প্রতি ক্ষণে ক্ষণে গাহে তব মহিমা গান।"

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ঈশ্বর কেন এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর আমাদের ভালোবেসে ও মঙ্গলের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।
খ) ঈশ্বরের সৃষ্ট সবকিছু দেখে আমাদের হৃদয় মন কিসে ভরে ওঠে?	ঈশ্বরের সৃষ্ট সবকিছু দেখে আমাদের হৃদয় মন আনন্দে ভরে ওঠে।
গ) আমাদের মধ্যে কিসের মনোভাব জেগে ওঠে?	আমাদের মধ্যে ধন্যবাদের মনোভাব জেগে ওঠে।
ঘ) আমাদের মাথা নত হয়ে আসে কেন?	শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে আমাদের মাথা নত হয়ে আসে।
ঙ) উল্লাসে আমরা কী গেয়ে উঠি?	আমরা উল্লাসে গেয়ে উঠি, সুন্দর পৃথিবীর তুমি সুন্দর ভগবান।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি ফুল এঁকে তার নিচে লিখবে, " হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার সুন্দর সৃষ্টির জন্য আমি তোমার প্রশংসা ও ধন্যবাদ করি। সাপ্তাহিক উপাসনার দিনে ঈশ্বরের বেদীতে একটি ফুল উপহার দেবে।

মূল্যায়ন

১। ঈশ্বর কেন এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন?
২। ঈশ্বরের সৃষ্ট সবকিছু দেখে আমাদের হৃদয় মন কিসে ভরে ওঠে?
৩। আমাদের মধ্যে কিসের মনোভাব জেগে ওঠে?
৪। আমাদের মাথা নত হয়ে আসে কেন?
৫। উল্লাসে আমরা কী গেয়ে উঠি?

তৃতীয় অধ্যায়
ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৩.১ তিন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি পিতা ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে।
শিখনফল: ৩.১.১ তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর, তা বলতে পারবে।
৩.১.২ ত্রিত্বের তিন ব্যক্তি সমান, তা বলতে পারবে।
৩.১.৩ সব মানুষকে শ্রদ্ধা করবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ–১ তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর

শিখনফল: ৩.১.১ তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর, তা বলতে পারবে।
৩.১.২ ত্রিত্বের তিন ব্যক্তি সমান, তা বলতে পারবে।

উপকরণ: একটি পরিবারের ছবি, পবিত্র আত্মা ও যীশুর ছবি

বিষয়বস্তু

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ও এক কথায় স্বীকার করি যে, একমাত্র একজনই সত্য ঈশ্বর আছেন, যিনি অনন্ত, অসীম ও অপরিবর্তনীয়। যিনি সব জ্ঞানের অতীত। যিনি সর্বশক্তিমান। যাঁকে বর্ণনা করা যায় না। তিনি হলেন পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা; সত্যিকারভাবে তিন ব্যক্তি, কিন্তু সামগ্রিক সহজভাবে এক সত্তা, এক স্বরূপ বা প্রকৃতি। আমরা বিশ্বাস করি, তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর। আলাদা আলাদা নামে পরিচিত হলেও ঈশ্বর এক এবং তিনজনই সমান। এ হলো বিশ্বাসের এক রহস্য, যা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি না। ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের প্রথম ব্যক্তি হলেন পিতা ঈশ্বর, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন পুত্র ঈশ্বর, যিনি এই পৃথিবীতে এসে মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তি হলেন পবিত্র আত্মা, যিনি সহায়ক আত্মা, সর্বদা আমাদের অন্তরে বাস করেন এবং আমাদের ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিবারের ছবিটি দেখাবেন।
পরিবারের মা, বাবা, ছেলেমেয়ে প্রতিজনের ছবি দেখিয়ে তাদের পরিচয় দেবেন।
প্রত্যেকের নিজস্ব একটি নাম আছে তা বলবেন।
প্রত্যেকের একটি পরিচয় আছে, যেমন, পুত্র বা কন্যা, ভাই বা বোন, তা বলবেন। একই ব্যক্তি একজনের পুত্র বা কন্যা, আবার অন্যজনের ভাই বা বোন তা বুঝিয়ে দেবেন।
আমাদের প্রত্যেকের একটি নাম আছে। আমাদের নামের মধ্য দিয়ে আমরা পরিচিত হই। আবার আমাদের সম্পর্কের মধ্য দিয়েও আমরা পরিচিত হই। আমরা এক একজন কারো পুত্র বা কন্যা। আমরা এক–একজন কারো ভাই বা বোন। আবার আমাদের আছেন মা ও বাবা। তারাও আবার অন্য আর একজনের পুত্র বা কন্যা। ঈশ্বরেরও তেমনি একটি নাম ও পরিচয় রয়েছে। ঈশ্বর হলেন পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। এই তিনে মিলে এক ঈশ্বর। আলাদা আলাদা নামে পরিচিত হলেও ঈশ্বর এক এবং তিনজনই সমান।
বিশ্বাস করি, তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর। এ বিশ্বাসের এক রহস্য, যা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি না।
ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের প্রথম ব্যক্তি হলেন পিতা ঈশ্বর, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন পুত্র ঈশ্বর, যিনি মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসে মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি মুক্তিদাতা।

তৃতীয় ব্যক্তি হলেন পবিত্র আত্মা, যিনি সহায়ক আত্মা। তিনি সর্বদা আমাদের অন্তরে বাস করেন এবং আমাদের ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আমরা কী বিশ্বাস করি?	আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র একজনই ঈশ্বর আছেন।
খ) এক ঈশ্বরে কয় ব্যক্তি আছেন?	এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি আছেন।
গ) ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের নাম কী?	ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের নাম হলো: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।
ঘ) পিতা ঈশ্বর কী করেছেন?	পিতা ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।
ঙ) পুত্র ঈশ্বর কী করেছেন?	পুত্র ঈশ্বর মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেছেন।
চ) পবিত্র আত্মা ঈশ্বর কী করেন?	পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সর্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন ও আমাদের ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করেন।

পরিকল্পিত কাজ

ত্রিত্বের জয় প্রার্থনাটি শিখবে:

"পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হোক, আদিতে যেমন হইত, এখনো যেমন হইতেছে এবং যুগে যুগে সতত হইবে, আমেন।"

তিনটি ডালযুক্ত একটি গাছ আঁকবে এবং তিনটি ডালের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম লিখবে। নিচে লিখবে "তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর।"

মূল্যায়ন

ক) এক ঈশ্বরে কয় ব্যক্তি আছেন? – তিন ব্যক্তি।
খ) ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের নাম কী? – পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।
গ) পিতা ঈশ্বর কে? – সৃষ্টিকর্তা।
ঘ) পুত্র ঈশ্বর কে? – মুক্তিদাতা।
ঙ) পবিত্র আত্মা ঈশ্বর কে? – সহায়ক আত্মা।

পাঠ– ২ মানুষ: ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট

শিখনফল: ৩.১.৩ সবল মানুষকে শ্রদ্ধা করবে।

উপকরণ: বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষের ছবি

বিষয়বস্তু

দৃশ্যমান সব প্রাণীর মধ্যে শুধুমাত্র মানুষই তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে। এই জগতে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যাকে ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দেহ ও আত্মা দিয়ে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যেন ঈশ্বরের আপন জীবনে সহভাগী হতে পারে সে জন্যই ঈশ্বর মানুষকে তাঁর জ্ঞান ও ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এখানেই মানুষের মর্যাদা। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়াতে মানুষ ব্যক্তি–মর্যাদার অধিকারী। মানুষ শুধুমাত্র কোনো বস্তু নয়, সে একজন ব্যক্তি। সে নিজেকে জানতে পারে ও তাঁর কী কী প্রয়োজন তাও জানতে পারে। নিজের ইচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে নিজেকে দিতে পারে। অন্য মানুষের সাথে ও ঈশ্বরের সাথে সে সম্পর্ক

স্থাপন করতে পারে। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট বলে মানুষ নিজেকে ও অন্য সব মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি মানুষের ছবি দেখাবেন ও একটি গাছের ছবি পাশাপাশি রেখে কিছু প্রশ্ন করবেন:
ছবি দুটোর মধ্যে তোমরা কী কী দেখছ?
মানুষ কী কী করতে পারে?
গাছ কী কী করতে পারে?
শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট সব বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বর মানুষকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষই একমাত্র প্রাণী, যাকে ঈশ্বর দেহ ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ চলতে পারে, কথা বলতে পারে। গাছ চলতে পারে না। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে। অন্য প্রাণীরা চলতে পারে কিন্তু মানুষের মতো কথা বলতে পারে না বা চিন্তা করতে পারে না। ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান ও ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারে ও ভালোবাসতে পারে। এখানেই মানুষের মর্যাদা। ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে মানুষকে জ্ঞান ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ কোনো বস্তু নয় এবং শুধু প্রাণী নয়, সে একজন ব্যক্তি। সে নিজেকে জানতে পারে, অন্যকেও জানতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে এমনভাবেই সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ একে অন্যকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, যত্ন নেয়। একই সাথে মানুষ যেন সমগ্র সৃষ্টিকে ভালোবাসে ও যত্ন নেয়। এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বাস করেন। তাই প্রতিটি মানুষকেই আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান করব।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) মানুষকে ঈশ্বর কী কী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর মানুষকে দেহ ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।
খ) ঈশ্বর কেন মানুষকে জ্ঞান ও ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান ও ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ যেন তাঁকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে।
গ) মানুষ কী কী করতে পারে?	মানুষ কথা বলতে পারে, চিন্তা করতে পারে, ভালোবাসতে পারে।
ঘ) মানুষের মর্যাদা কোথায়?	মানুষ একজন ব্যক্তি, অন্যান্য সৃষ্ট জীবের চেয়ে সে আলাদা। এখানেই তাঁর মর্যাদা।
ঙ) আমরা কেন প্রতিটি মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করব?	প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, সেই জন্যই আমরা প্রতিটি মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করব।

পরিকল্পিত কাজ

অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু ও জীবের চেয়ে মানুষ আলাদা কী কী করতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর। কমপক্ষে তিনটি বিষয় লেখ।

মূল্যায়ন

ক) প্রতিটি মানুষের মধ্যে কে বাস করেন? – ঈশ্বর।
খ) ঈশ্বর মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন? – সমগ্র সৃষ্টিকে ভালোবাসে এবং যত্ন নেয়।

চতুর্থ অধ্যায়
আদম ও হবা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৪.১ এদেন বাগানে আদি পিতামাতার সুখের জীবন সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪.২ পাপের ফলে এদেন বাগান থেকে আদি পিতামাতার বিতাড়িত হওয়ার বিষয় বলতে পারবে।

শিখনফল: ৪.১.১ এদেন বাগানে আদম ও হবা কী রকম সুখের অবস্থায় বাস করতেন তা বলতে পারবে।
৪.১.২ আদম ও হবা কী পাপ করেছিলেন তা বলতে পারবে।
৪.১.৩ অবাধ্যতার পাপের ফলে আদম ও হবাকে কীভাবে এদেন বাগান থেকে বিতাড়িত করা হলো তা বলতে পারবে।
৪.১.৪ পাপের পথ পরিহার করে চলবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ–১ এদেন বাগান: অপূর্ব সুখের স্থান

শিখনফল: ৪.১.১ এদেন বাগানে আদম ও হবা কী রকম সুখের অবস্থায় বাস করতেন তা বলতে পারবে।
৪.১.২ আদম ও হবা কী পাপ করেছিলেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ: বাগানের ছবি, আদম ও হবার ছবি

বিষয়বস্তু

প্রথম মানুষ, আদম ও হবাকে পবিত্র ও ধর্মিষ্ঠতার অবস্থায় উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর মানুষকে এদেন বাগানে তাঁর কাছে স্থান দিয়েছিলেন। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে তাঁর ছিল এক গভীর বন্ধুত্ব। মানুষের নিজের মধ্যে শান্তি ও একে অন্যের মধ্যে মিল। চারপাশের সব সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তুর সঙ্গে ছিল তাঁর সুসম্পর্ক। বাইবেলের কথা অনুসারে ঈশ্বর মানুষকে এদেন বাগানে রেখেছিলেন যাতে সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে। তাকে তিনি বলেছিলেন সে বাগানের যেকোনো গাছের ফল খেতে পারবে। তবে বাগানের মাঝখানে ভালোমন্দ–জ্ঞানের যে–গাছটি ছিল তার ফল খেতে তাকে নিষেধ করেছিলেন। কোনো দিন তা খেলে তাকে তো মরতেই হবে। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে ও শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানুষ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে পাপ করল। স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো। এটাই মানুষের প্রথম পাপ। পরবর্তী সব পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা ও তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতি আস্থার অভাব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই ধরনের কিছু প্রশ্ন করবেন:
তোমরা কে কে বাগান কর?
তোমাদের বাগানে তোমরা কী কী গাছ লাগিয়েছ?
তোমাদের বাগানে কী শুধু ফুলের গাছ? নাকি কিছু ফলের গাছও আছে?
কে তোমাদের বাগানের যত্ন করে?
কীভাবে তোমরা তোমাদের বাগানের যত্ন কর?

শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের মানুষের এদেন বাগানের থাকার ও পাপের প্রলোভনে পড়ার গল্পটি বলবেন:
আমরা জেনেছি যে, ঈশ্বর এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে তিনি অন্য সৃষ্ট বস্তুর চেয়ে আলাদা করে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রথম মানুষ আদম ও হবা পবিত্রতা ও ধার্মিকতা অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি তাদের তাঁর সৃষ্ট এক অতি সুন্দর ও সুখের স্থান এদেন বাগানে তাঁর কাছে স্থান দিয়েছিলেন। এদেন উদ্যান অনেক সুন্দর ছিল। সেখানে নানা রকম ফুল ও ফলের গাছ ছিল। তোমরা যেভাবে তোমাদের বাগানের যত্ন কর, ঈশ্বরও মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এদেন বাগানে থেকে সে যেন সব সৃষ্টির যত্ন করে এবং সেখানে সুখে ও শান্তিতে থাকতে পারে। মানুষ তাঁর নিজের সুখের জন্য, আরামের জন্য ও সৃষ্টির যত্ন করার জন্য সবকিছু ব্যবহার করতে পারত। সে সময় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে তাঁর ছিল এক গভীর বন্ধুত্ব। মানুষের নিজের মধ্যে শান্তি ও একে অন্যের মধ্যে মিল। চারপাশের সব সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তুর সঙ্গে ছিল তাঁর সুসম্পর্ক। বাগানের ঠিক মাঝখানে দুইটি গাছ ছিল। একটি জীবনবৃক্ষ, অপরটি জ্ঞানবৃক্ষ। মানুষকে তিনি বলেছিলেন সে বাগানের যেকোনো গাছের ফল খেতে পারবে। তবে বাগানের মাঝখানে ভালোমন্দ জ্ঞানের যে গাছটি ছিল তার ফল খেতে তাকে নিষেধ করেছিলেন। কোনোদিন তা খেলে তাকে তো মরতেই হবে। সে বৃক্ষের ফল দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। একদিন শয়তান সাপের রূপ ধরে হবাকে বলল, এই ফল খেতে খুবই মিষ্ট এবং তা খেলে মানুষ ঈশ্বরের সমান হয়ে উঠবে। সে জন্যই ঈশ্বর তাদের এই ফল খেতে নিষেধ করেছেন। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে ঈশ্বরের সেই আদেশ অমান্য করল। শয়তানের দেওয়া ফল খেল আর আদমকেও তা খেতে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারল যে তারা উলঙ্গ। তাদের মধ্যে অপরাধবোধ জাগল। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখল। ঈশ্বর বাগানে এসে তাদের খুঁজতে লাগলেন। আদম গাছের আড়াল থেকে বলল সে লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে ও শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানুষ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে পাপ করল। স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো। এটাই মানুষের প্রথম পাপ। পরবর্তী সব পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা ও তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতি আস্থার অভাব।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তাকে কোথায় রেখেছিলেন?	মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তাকে এদেন উদ্যানে রেখেছিলেন।
খ) এদেন বাগানের মাঝখানে কোন্ দুইটি গাছ ছিল?	এদেন বাগানের মাঝখানে জীবনবৃক্ষ ও জ্ঞানবৃক্ষ নামক দুইটি গাছ ছিল।
গ) ঈশ্বর মানুষকে কোন্ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন?	ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন।
ঘ) কার প্রলোভনে পড়ে মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল?	শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল।
ঙ) মানুষের প্রথম পাপ কী?	মানুষের প্রথম পাপ হলো ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া।

পরিকল্পিত কাজ
দুইটি গাছের ছবি আঁকবে। একটির নিচে লিখবে জীবনবৃক্ষ, অপরটির নিচে লিখবে জ্ঞানবৃক্ষ।

মূল্যায়ন

ক) মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তাকে কোথায় রেখেছিলেন?
খ) এদেন বাগানের মাঝখানে কোন্ দুইটি গাছ ছিল?
গ) ঈশ্বর মানুষকে কোন্ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন?
ঘ) কার প্রলোভনে পড়ে মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল?
ঙ) মানুষের প্রথম পাপ কী?

পাঠ– ২ অবাধ্যতার পাপের ফল

শিখনফল: ৪.১.৩ অবাধ্যতার পাপের ফলে আদম ও হবাকে কীভাবে এদেন বাগান থেকে বিতাড়িত করা হলো তা বলতে পারবে।
৪.১.৪ পাপের পথ পরিহার করে চলবে।

উপকরণ: আদম ও হবাকে এদেন বাগান হতে তাড়িয়ে দেওয়ার ছবি

বিষয়বস্তু

আদি পিতামাতা আদম ও হবার জীবন ছিল এক অনুগ্রহের জীবন। তা ছিল ঈশ্বরের জীবনে সহভাগী হওয়া। যতক্ষণ সে এদেন বাগানে ঈশ্বরের কাছাকাছি ছিল, ততক্ষণ তাকে কষ্ট করতে হয়নি। কোনো পরিশ্রমও তখন তাদের কাছে বোঝা মনে হয় নি, তাদের সমস্ত কাজ ছিল সৃষ্টির পূর্ণতা সাধনে ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করা। কিন্তু তাদের অবাধ্যতার পাপের ফলে সেই সুখ নষ্ট হয়ে যায়। শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে তারা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ওপর তাদের আস্থা নষ্ট করে ফেলল। অর্থাৎ অবাধ্যতার পাপ দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের বদলে নিজেকেই বেছে নিল এবং ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করল। সে আপন মঙ্গলের বিরুদ্ধে গেল। তারা ঈশ্বরের মতো হতে চাইল। নিজেই নিজের ভালোমন্দের পথ বেছে নিতে চাইল। তারা তাদের আদি পবিত্রতা হারিয়ে ফেলল। তারা ঈশ্বরকে ভয় পেতে শুরু করল এবং শাস্তির ভয়ে লুকিয়ে রইল। প্রভু ঈশ্বর মানুষকে এদেন উদ্যান থেকে বের করে দিলেন। সে এদেন উদ্যানের সুখের স্থানে আর থাকতে পারল না।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্ন করবেন:
বাড়িতে মা– বাবার কথা না শুনলে তাঁরা তোমাদের কী করেন?
তোমাদের ছোট ভাইবোনেরা তোমাদের কথা না শুনলে তোমরা তাদের কী কর?
স্কুলে শিক্ষকের কথা না শুনলে, বাড়ির কাজ না করে আনলে, বই না নিয়ে এলে তোমরা কী পাও?
হ্যাঁ, বাড়িতে মা–বাবার কথা না শুনলে, তাঁদের অবাধ্য হলে তাঁরা আমাদের বকা দেন। আবার শাস্তিও দেন। স্কুলেও শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ তোমাদের শাস্তি দেন, মাঝে মাঝে শ্রেণিকক্ষের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন। তোমাদের ছোট ভাইবোনেরা দুষ্টুমি করলে বা তোমরা তাদের বকা দাও, এমনকি মারও দাও!
ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার জন্য ঈশ্বরও মানুষকে শাস্তি দিয়েছিলেন। ঈশ্বর মানুষকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে আজ আমরা পাঠ করব। শিক্ষক এবার ঈশ্বর যে মানুষকে এদেন উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই বিষয়টি গল্পের আকারে বলবেন।
গত ক্লাসে আমরা শিখেছি যে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে অতি সুন্দর ও সুখের জায়গা এদেন বাগানে রেখেছিলেন। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে মানুষ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিল। ফল

খাবার পর মানুষ বুঝতে পারল যে সে ভুল করেছে। তার মধ্যে লজ্জা ও অপরাধবোধ জন্মাল। সে গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। এখন হলো কী প্রতিদিনের মতো ঈশ্বর বাগানে বেড়াতে এলেন। বাগানে এসে তিনি আদম ও হবাকে খুঁজতে লাগলেন। তাদের না পেয়ে তিনি আদমকে জোরে ডাকলেন। তাঁর ডাক শুনে আদম ঈশ্বরকে বলল যে সে ভয়ে ও লজ্জায় লুকিয়ে আছে। ঈশ্বর আদম ও হবাকে তাঁর সামনে ডাকলেন। তাদের জিজ্ঞেস করলেন, যে গাছের ফল তিনি তাদের খেতে না করেছিলেন তারা সে গাছের ফল খেয়েছে কি না। আদম বলল, হবা তাকে সে ফল খাইয়েছে। ঈশ্বর হবাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন সে এ কাজ করল, তখন হবা বলল সাপটা তাকে ভুলিয়েছিল। তখন মানুষের অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বর আদম ও হবাকে এদেন উদ্যান থেকে বাইরে বের করে দিলেন।

এদেন বাগানে মানুষের জীবন ছিল পবিত্রতা ও অনুগ্রহের জীবন। যতক্ষণ সে এদেন বাগানে ঈশ্বরের কাছাকাছি ছিল, ততক্ষণ তাকে কষ্ট করতে হয়নি। কোনো পরিশ্রমও তখন বোঝা মনে হয়নি, তাঁর সব কাজ ছিল সৃষ্টির পূর্ণতা সাধনে ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করা। কিন্তু তাদের অবাধ্যতার ফলে সেই সুখ নষ্ট হয়ে যায়। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানুষ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। অবাধ্যতার পাপ দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের বদলে নিজেকেই বেছে নিল এবং ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করল। সে আপন মঙ্গলের বিরুদ্ধে গেল। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে সে ঈশ্বরের মতো হতে চাইল। নিজেই নিজের ভালো–মন্দের পথ বেছে নিল। তারা তাদের আদি পবিত্রতা হারিয়ে ফেলল। তারা ঈশ্বরকে ভয় পেতে শুরু করল এবং শাস্তির ভয়ে লুকিয়ে রইল। প্রভু ঈশ্বর মানুষকে এদেন উদ্যান থেকে বের করে দিলেন। সে এদেন উদ্যানের সুখের স্থানে আর থাকতে পারল না।

মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
ক) এদেন উদ্যানে মানুষ কেমন অবস্থায় ছিল?	এদেন বাগানে মানুষ অতি সুখে ও আনন্দে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ছিল।
খ) কার প্রলোভনে পড়ে তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হলো?	শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হলো।
গ) আদম ও হবা কেন নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিল?	আদম ও হবা ভয়ে ও লজ্জায় নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিল।
ঘ) ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার জন্য ঈশ্বর আদম ও হবাকে কী শাস্তি দিলেন।	ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার জন্য তিনি আদম ও হবাকে এদেন বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন।
ঙ) এখন থেকে মানুষকে কী করে বেঁচে থাকতে হবে?	এখন থেকে মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রম করে বেঁচে থাকতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ

নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর মানুষের মধ্যে কিসের অনুভূতি জাগল তা লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়
ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৬.১ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা সম্পর্কে বলতে পারবে।
শিখনফল: ৬.১.১ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা মুখস্থ বলতে পারবে।
৬.১.২ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা মেনে চলবে।
পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ–১ ঈশ্বরের মহান আজ্ঞাসমূহ
শিখনফল: ৬.১.১ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা মুখস্থ বলতে পারবে।
উপকরণ: মোশীর হাতে দশ আজ্ঞা লেখা দুইটি ফলকসহ ছবি

বিষয়বস্তু
পবিত্র বাইবেলে নতুন নিয়মে একটি যুবক যীশুকে জিজ্ঞেস করেছিল, গুরু, অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে? যীশু তাকে বলেন: "তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর তবে আজ্ঞাগুলো পালন কর।" এখানে "আজ্ঞা" বলতে যীশু পুরাতন নিয়মে মোশীর কাছে দেওয়া ঈশ্বরের দশ আজ্ঞাকে বুঝিয়েছেন। পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত জীবন যাপনের জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে এই আজ্ঞাগুলো দিয়েছিলেন। দশ আজ্ঞা হলো জীবনের পথ। আজ্ঞাগুলো হলো:
১। তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে; কেবল তাঁরই সেবা করবে।
২। ঈশ্বরের নাম অনর্থক নেবে না।
৩। রবিবার দিন বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে।
৪। পিতামাতাকে সম্মান করবে।
৫। নরহত্যা করবে না।
৬। ব্যাভিচার করবে না।
৭। চুরি করবে না।
৮। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।
৯। পরস্ত্রীতে লোভ করবে না।
১০। পরদ্রব্যে লোভ করবে না।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাদের বাস্তবজীবন থেকে আজ্ঞা বা নিয়ম পালনের ওপর প্রশ্ন করবেন। তিনি এরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বাড়িতে মা-বাবা তোমাদের কী কী করতে বলেন?	সকালে ঘুম থেকে উঠে খাবারের আগে ও পরে প্রার্থনা করতে বলেন। ঠিক মতো পড়ালেখা করতে বলেন। সদা সত্য কথা বলতে বলেন।
খ) মা-বাবা বা অন্য গুরু ব্যক্তিগণ তোমাদের কী কী করতে নিষেধ করেন?	তারা আমাদের মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেন। মারামারি করতে নিষেধ করেন। কারো জিনিস না বলে নিতে নিষেধ করেন।

প্রশ্ন	উত্তর
গ) স্কুলে এসে তোমরা কী কী নিয়ম মেনে চলো?	স্কুলে ঘণ্টা পড়লে চুপ করে লাইনে দাঁড়িয়ে যাই। শ্রেণিতে বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে মিলেমিশে থাকি, মারামারি করি না।
ঘ) তোমরা যখন রবিবারে বা সপ্তাহের অন্যান্য দিন গির্জায় বা উপাসনা ঘরে যাও তখন কী কী নিয়ম মেনে চলো?	রবিবারে বা সপ্তাহের অন্য দিন গির্জায় বা উপাসনা ঘরে গিয়ে নীরবে ভক্তিসহকারে প্রার্থনা করি।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং কিছু উত্তর বোর্ডে লিখে রাখবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো থেকে বা তার নিজের উত্তর দিয়ে তিনি এবার শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে পরিবারে, সমাজে, বিদ্যালয়ে এমনকি উপাসনালয়ে, সব জায়গায় আমরা কিছু নিয়মাদি মেনে চলি, যা আমাদের ঈশ্বরের সাথে এবং একে অন্যের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও সুন্দর জীবন যাপনে সাহায্য করে।

বড়দের আদেশ ও সমাজের নিয়মাবলি আমাদের সুন্দর জীবন যাপনে ও সুখী হতে সাহায্য করে। তেমনিভাবে ইস্রায়েল জাতি যখন মিশর দেশ থেকে প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা করছিল সেই সময় সিনাই পর্বতে ঈশ্বর মোশীর হাতে তাদের জন্য দশটি আজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেই দশটি আজ্ঞাই 'ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা' বলে পরিচিত। ঈশ্বর এই আজ্ঞাগুলো দিয়েছিলেন যেন এগুলো পালন করার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে এবং প্রতিবেশীর প্রতিও তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে। তাদের মধ্যে যেন ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় হতে পারে। তারা যেন সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে। এসো আমরা এখন জেনে নিই সেই আজ্ঞাগুলো কী। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দশটি আজ্ঞা পড়ে শোনাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

প্রথম তিনটি আজ্ঞা কী তা লেখো।

মূল্যায়ন

১। ঈশ্বর মোশীর হাতে কয়টি আজ্ঞা দিয়েছিলেন? – দশটি।

২। ঈশ্বর কোন পর্বতে মোশীর হাতে আজ্ঞাগুলো দিয়েছিলেন? – সিনাই পর্বতে।

৩। প্রথম আজ্ঞাটি কী? – তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।

৪। দ্বিতীয় আজ্ঞাটি কী? – ঈশ্বরের নাম অনর্থক নেবে না।

৫। তৃতীয় আজ্ঞাটি কী? – রবিবার দিন বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে।

পাঠ–২ ঈশ্বরের মহান আজ্ঞাসমূহ

শিখনফল: ৬.১.২ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা মেনে চলবে।

উপকরণ: দুইটি ফলকে দশ আজ্ঞা লেখা থাকবে।

বিষয়বস্তু

দশ আজ্ঞা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা দাবি করে। এই দশটি আজ্ঞা ঈশ্বর সিনাই

পর্বতে মোশীর কাছে দুইটি প্রস্তর ফলকে দিয়েছিলেন। একটিতে লেখা হয়েছিল তিনটি এবং অপরটিতে সাতটি।প্রথম তিনটি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও অপর সাতটি প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম প্রকাশ করে। ঈশ্বর যা আদেশ করেন, তার অনুগ্রহেই তা পালন করা সম্ভব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

বিগত ক্লাসের পঠিত বিষয়ের উল্লেখ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলবেন যে, আমরা বিগত ক্লাসে দেখেছি যে, প্রথম তিনটি আদেশ দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে:

প্রথম আজ্ঞায়: ঈশ্বরকে পূজা ও সেবা করতে বলা হয়েছে;

দ্বিতীয় আজ্ঞায়: ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং

তৃতীয় আজ্ঞায়: রবিবার দিন বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করতে বলা হয়েছে।

আজ আমরা দেখব যে, বাকি সাতটি আদেশ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে বলা হয়েছে। চতুর্থ আজ্ঞাটিতে পিতামাতার প্রতি আমাদের করণীয় কী সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে। বাকি পাঁচটি আজ্ঞায় প্রতিবেশী বা অন্যান্য মানুষের প্রতি আমাদের কী কী করণীয় নয় তা বলা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বাকি সাতটি আজ্ঞা পড়ে শোনাবেন–

চতুর্থ: পিতামাতাকে সম্মান করবে।

পঞ্চম: নরহত্যা করবে না।

ষষ্ঠ: ব্যভিচার করবে না।

সপ্তম: চুরি করবে না।

অষ্টম: মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

নবম: পরস্ত্রীতে লোভ করবে না।

দশম: পরদ্রব্যে লোভ করবে না।

এই দশটি আজ্ঞা ঈশ্বর সিনাই পর্বতে মোশীর কাছে দুইটি প্রস্তর ফলকে দিয়েছিলেন। একটিতে লেখা হয়েছিল তিনটি এবং অপরটিতে সাতটি।প্রথম তিনটি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও অপর সাতটি প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম প্রকাশ করে। দশ আজ্ঞা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা দাবি করে। ঈশ্বর যা আদেশ করেন, তার অনুগ্রহেই তা পালন করা সম্ভব।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) কোন আজ্ঞাগুলোতে ঈশ্বর প্রেমের কথা বলা হয়েছে?	প্রথম তিনটি আজ্ঞাতে ঈশ্বর প্রেমের কথা বলা হয়েছে।
খ) কোন আজ্ঞাটিতে পিতামাতাকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে?	চতুর্থ আজ্ঞাটিতে পিতামাতাকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে।
গ) অষ্টম আজ্ঞাটি কী?	অষ্টম আজ্ঞাটি হলো: মিথ্যা বলবে না।
ঘ) সপ্তম আজ্ঞাটি কী?	সপ্তম আজ্ঞাটি হলো: চুরি করবে না।
ঙ) দশম আজ্ঞাটি কী?	দশম আজ্ঞাটি হলো: পরদ্রব্যে লোভ করবে না।

পরিকল্পিত কাজ: চতুর্থ আজ্ঞায় পিতামাতার প্রতি কী করতে বলা হয়েছে তা লেখ। প্রতিবেশীর প্রতি কী কী করতে নিষেধ করা হয়েছে তা লেখ।

মূল্যায়ন

১। কোন্ আজ্ঞাগুলোতে ঈশ্বর প্রেমের কথা বলা হয়েছে?
২। কোন্ আজ্ঞাটিতে পিতামাতাকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে?
৩। অষ্টম আজ্ঞাটি কী?
৪। সপ্তম আজ্ঞাটি কী?
৫। দশম আজ্ঞাটি কী?

ষষ্ঠ অধ্যায়
পাপের প্রকারভেদ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৬.১ পাপ কী তা বলতে পারবে।

শিখনফল: ৭.১.১ পাপ কী তা বলতে পারবে।
৭.১.২ পাপ কয় প্রকার ও কী কী তা বলতে পারবে।
৭.১.৩ পাপ পরিহার করে চলবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ–১ ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যাওয়া

শিখনফল: ৭.১.১ পাপ কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ: আদম–হবার এদেন বাগান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ছবি (চতুর্থ অধ্যায়ের পাঠ–২–এর ১ নং চিত্রটি ব্যবহার করবেন)

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব করে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁকে ভালোবাসি ও তাঁর নির্দেশিত পথে চলি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, আমাদের আদি পিতামাতা, আদম ও হবা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে পাপ করেছিল। পাপ আমাদের ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আদি পাপের মতো অন্য সব পাপ হচ্ছে অবাধ্যতা, ভালো ও মন্দ জানার ও বেছে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: এদেন বাগানে আদম–হবার ছবিটি দেখিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবে

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আদম–হবাকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তাদের কোথায় রেখেছিলেন?	আদম–হবাকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তাদের এদেন উদ্যানে রেখেছিলেন।
খ) সেখানে তারা কেমন অবস্থায় ছিল?	সেখানে তারা ঈশ্বরের ভালোবাসায় পূর্ণ একটি সুখের অবস্থায় ছিল।
গ) ঈশ্বর কেন তাদের এদেন বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন?	তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল বলে এদেন বাগান থেকে ঈশ্বর তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।
ঙ) কীভাবে তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল?	ঈশ্বর বাগানের মাঝখানে যে ভালো–মন্দের জ্ঞানবৃক্ষ ছিল তার ফল খেতে তাদের নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তারা ঈশ্বরের কথা মানেনি। সাপের কথা শুনে তারা সে গাছের ফল খেয়েছিল।
চ) ফলে কী হলো?	এর ফলে তারা পাপ করল। তারা ঈশ্বরের ভালোবাসা ও তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গেল।

শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরাও যখন আদম–হবার মতো ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করি এবং তাঁর অবাধ্য হই, আমরাও তখন পাপ করি। আমরাও ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। আমরাও ঈশ্বরের ভালোবাসা ও সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাই।

কীভাবে আমরা ঈশ্বরের অবাধ্য হই?

আমরা জেনেছি যে, ঈশ্বরের দেওয়া দশ আজ্ঞার প্রথম তিনটি আজ্ঞা হলো ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের বিষয়ে, তাঁর পূজা করা ও তাঁকে সেবা করার বিষয়ে। সেই আজ্ঞা তিনটি পালন করতে আমরা যদি অবহেলা করি তাহলে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি না। ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিলে, রবিবার দিন গির্জায় না গেলে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি।

একই ভাবে, চতুর্থ আজ্ঞায় বলা হয়েছে, পিতামাতাকে সম্মান করবে। আমাদের পিতামাতাকে সম্মান না করলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাপ করি। কীভাবে আমরা পিতামাতাকে সম্মান করি? মা–বাবা আমাদের যা করতে বলেন তা করে, যা আমাদের করতে নিষেধ করে তা না করে আমরা তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ করি।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞায় আমরা প্রতিবেশীর প্রতি পালনীয় কিছু আজ্ঞা পেয়েছি। সেগুলো পালন না করলে আমরা তাদের বিরুদ্ধেও পাপ করি। যেমন:

অষ্টম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, মিথ্যা কথা না বলতে, আমরা যদি আমার পাশের বন্ধু বা বান্ধবীর কাছে, বাড়িতে মা-বাবার কাছে, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে মিথ্যা কথা বলি, তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাপ করি। আমরা তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি না। তাদের ভালোবাসা থেকেও আমরা দূরে সরে যাই। কারো জিনিস যদি আমি না বলে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিই, কারো সুন্দর জিনিস দেখে তার প্রতি যদি আমার লোভ হয় তাহলে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করি।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব করে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁকে ভালোবাসি ও তাঁর নির্দেশিত পথে চলি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, আমাদের আদি পিতামাতা, আদম ও হবা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে পাপ করেছিল।

পাপ আমাদের ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আদিপাপের মতো অন্য সব পাপ হচ্ছে অবাধ্যতা, ভালো ও মন্দ জানার ও বেছে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ঈশ্বর আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমরা যেন তাঁকে ভালোবাসি ও তাঁর নির্দেশিত পথে চলি।
খ) পাপ কী?	যা কিছু আমাদের ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা–ই পাপ।
গ) আদম-হবা কী পাপ করেছিল?	আদম-হবা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে অবাধ্যতার পাপ করেছিল।
ঘ) আমরা কীভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি?	ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিলে, রবিবার দিন গির্জায় না গেলে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি।
ঙ) আমরা কীভাবে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করি?	মিথ্যা কথা বললে, চুরি করলে, লোভ করলে আমরা প্রতিবেশীর প্রতি পাপ করি।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে আমরা কী কী পাপ করতে পারি তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। তিন থেকে পাঁচটি লেখ।

পাঠ–২ ভালো ও মন্দ বেছে নেওয়ার শক্তি

শিখনফল: ৭.১.২ পাপ কয় প্রকার ও কী কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ: দুইটি ছেলে মারামারি করছে এবং দুইটি মেয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে এমন একটি ছবি

বিষয়বস্তু

পাপের প্রকারভেদ অনেক। পবিত্র বাইবেল পাপের কয়েকটি তালিকা প্রদান করে। মানুষের প্রতিটি কাজকে লক্ষ্য অনুসারে যেমন ভিন্নভাবে ভাগ করা যায়, পাপকেও তেমনি আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করা যায়। এ ছাড়া মানুষের পাপগুলো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, প্রতিবেশী বা নিজের বিরুদ্ধেও হয়ে থাকে। প্রভু যীশুর শিক্ষা অনুসারে পাপের উৎস হলো মানুষের অন্তর, তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যেই রয়েছে। মানুষের হৃদয় থেকেই মন্দ ইচ্ছা, মিথ্যা বলা, চুরি করা, পরচর্চা এগুলো বেরিয়ে আসে ও মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। পাপকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ। যে পাপ ঈশ্বরের বিধান গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরের ভালোবাসা ধ্বংস করে, তাই–ই হলো মারাত্মক পাপ। এই পাপের ফলে মানুষ ঈশ্বরের ভালোবাসা ও পরমসুখ থেকে দূরে সরে যায়। যে পাপ ঈশ্বরের প্রতি মানুষের অন্তরের ভালোবাসাকে অসম্মান ও আঘাত করে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা তাঁর অন্তরে উপস্থিত থাকে, তা হলো লঘু পাপ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পাঠ সহায়িকার ছবি দুইটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন তারা ছবি দুইটিতে কী কী দেখতে পাচ্ছে। তিনি তাদের উত্তর শুনে বলবেন, প্রতিদিন এমন সব মারামারি করার এবং কথা না বলে থাকার অনেক ঘটনা আমাদের মধ্যে ঘটে। শুধু তা–ই নয় অনেক সময় আমরা একে অন্যকে মন্দ কথা বলি মিথ্যা কথা বলি, বা না বলে কারো গাছের ফল চুরি করে নিয়ে যাই। এমন ঘটনা আমাদের পরিবারগুলোতে, আমাদের গ্রামে বা মহল্লায়, শহরের রাস্তায় বা ফ্ল্যাটবাড়িতে ঘটে থাকে। এগুলোর ফলে আমাদের মধ্যে কী হয়?

আমরা যখন একে অন্যের সাথে মারামারি, হাতাহাতি করি বা ঝগড়া করার ফলে কথা না বলে থাকি বা কারো সম্বন্ধে মন্দ কথা বলি, তখন আমাদের একে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, আমরা একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। আবার আমরা যখন আমাদের ভুল বুঝতে পারি, আমাদের দোষ স্বীকার করি তখন আমাদের বন্ধুত্ব আবার গড়ে ওঠে। আমাদের মধ্যকার এ ধরনের পাপগুলোকে বলে লঘু পাপ বা ছোট পাপ। আমরা যখন বিনা কারণে ঈশ্বরের নাম মুখে আনি তখন আমরা ঈশ্বরের প্রতি লঘু পাপ করি। নিয়মিত রবিবার দিন খ্রিষ্টযাগে যোগদান না করলে ঈশ্বর ও আমাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আমরা ঈশ্বরের কৃপা ও ভালোবাসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হই। তাঁর প্রতিও আমরা ভালোবাসা প্রকাশ করার সুযোগ পাই না। আবার অনেক সময় আমরা খবরের কাগজে পড়ি বা বড়দের মুখে শুনি, কেউ খুন হয়েছে বা কে বা কারা কাউকে মেরে ফেলেছে। বাইবেলে এমন একটি ঘটনা আছে যেখানে বড় ভাই তার ছোট ভাইকে মেরে ফেলেছে। আদম ও হবার প্রথম সন্তান ছিল কাইন এবং দ্বিতীয় সন্তান ছিল আবেল। একদিন কাইন হিংসা করে তার ছোট ভাই আবেলকে হত্যা করেছে অর্থাৎ প্রাণে মেরে ফেলেছে। এ ধরনের পাপকে বলে গুরু পাপ বা বড় পাপ। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, পাপ হলো দুই প্রকার: লঘু পাপ ও গুরু পাপ। যে পাপ আমাদের ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় তা হলো লঘু পাপ। আর যে পাপ আমাদের অন্তর থেকে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসাকে ধ্বংস করে তা হলো গুরু পাপ।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা থেকে কী তোমাকে দূরে সরিয়ে নেয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

মূল্যায়ন

ক) পাপ কত প্রকার ও কী কী? – পাপ দুই প্রকার। যথা: (ক) গুরু পাপ (খ) লঘু পাপ

খ) লঘু পাপ কী ? – যে পাপ আমাদেরকে ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসা থেকে দুরে সরিয়ে নেয়।

গ) গুরু পাপ কী? – যে পাপ আমাদের অন্তর থেকে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা ধ্বংস করে।

ঘ) মিথ্যা বলা, চুরি করা বা কারো নামে মন্দ কথা বলা এগুলো কী ধরনের পাপ? – লঘু পাপ

পাঠ–৩ পাপ থেকে উদ্ধার করতে যীশু ক্রুশের ওপর প্রাণ দিলেন

শিখনফল: ৭.১.৩ পাপ পরিহার করে চলবে।

উপকরণ: ক্রুশের ওপর যীশুর প্রাণত্যাগের ছবি

বিষয়বস্তু

পাপ আমাদের ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের সাথে ও প্রতিবেশীর সাথে আমাদের সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়। কেউ আমাদের ওপর পাপ চাপিয়ে দিতে পারে না। আমাদের অন্তর পাপ দ্বারা বিক্ষত হলেও সেই অন্তরই হলো সব মঙ্গল ও ভালোবাসার উৎস। যীশু পাপ থেকে রক্ষা করতে এ জগতে এসেছিলেন ও ক্রুশের ওপর প্রাণ দিয়েছিলেন। তাই পাপের পথ আমাদের পরিহার করেই চলতে হবে। পাপের পথ থেকে আমরা নিজেরা দূরে থাকব এবং অন্যদের ও পাপের পথ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করব। পাপের পথ থেকে দূরে থাকতে পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

বিগত দুইটি ক্লাসে আমরা শিখলাম পাপ কী এবং পাপের ফল কী। শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন:

পাপ কী? ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা বা ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়াই হলো পাপ।

পাপের ফল কী? পাপ আমাদের ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় । পাপ করার ফলে আমরা ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যাই। আমাদের পিতামাতা, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকা অর্থাৎ আমাদের প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করার সুযোগ হারাই।

পাপের ফল যদি আমাদের ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় তাহলে আমাদের কী করতে হবে? তাহলে অবশ্যই আমাদের পাপের পথ পরিত্যাগ করে চলতে হবে।

কী ভাবে আমরা পাপের পথ ত্যাগ করে চলতে পারি? আমরা মিথ্যা কথা না বলে, দোষ করলে সেই দোষ স্বীকার করলে, কারো সাথে ঝগড়া হলে বা মারামারি হলে কথা না বলে থেকে বরং তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমরা আবার তাদের সাথে মিলতে পারি। তাহলে আমরা সুখী থাকব। আমাদের জীবনে শান্তি থাকবে।

আদম হবা পাপ করার ফলে এদেন বাগানের সুখ হারিয়েছিল। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এক বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

যীশু মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এ জগতে এসে ক্রুশের ওপর প্রাণ ত্যাগ করে তিনি মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার দূরত্ব দূর করে আবার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ফিরিয়ে এনেছেন।

আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে শিখেছি যে পবিত্র আত্মা হলেন সহায়ক আত্মা। তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন। পবিত্র আত্মা পাপের পথ পরিহার করে চলতে আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করব যেন পাপের পথ পরিহার করে চলতে পারি।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) পাপ আমাদের কী ক্ষতি করে?	ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসা থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়।
খ) যীশু কেন এ পৃথিবী এসেছিলেন?	যীশু মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।
গ) তিনি কীভাবে মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন?	তিনি ক্রুশের ওপর প্রাণ ত্যাগ করে মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করলেন।
ঘ) আমরা কীভাবে পাপের পথ পরিহার করে চলতে পারি?	মিথ্যা কথা না বলে, দোষ করলে সেই দোষ স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে আমরা পাপের পথ পরিহার করে চলতে পারি।
ঙ) কে আমাদের পাপের পথ পরিহার করে চলতে সাহায্য করবেন?	পবিত্র আত্মা আমাদের পাপের পথ পরিহার করে চলতে সাহায্য করেন।

পরিকল্পিত কাজ

তুমি কীভাবে পাপের পথ পরিহার করে চলতে পার তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

মূল্যায়ন

১। পাপ আমাদের কী ক্ষতি করে?
২। যীশু কেন এ পৃথিবী এসেছিলেন?
৩। তিনি কীভাবে মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন?
৪। আমরা কীভাবে পাপের পথ পরিহার করে চলতে পারি?
৫। কে আমাদের পাপের পথ পরিহার করে চলতে সাহায্য করবেন?

সপ্তম অধ্যায়
মন্দিরে বালক যীশু

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৮.১ প্রভু যীশুর মন্দিরে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বলতে পারবে।

শিখনফল: ৮.১.১ যীশু কত বছর বয়সে, কার কার সাথে ও কেন মন্দিরে গিয়েছিলেন তা বলতে পারবে।
৮.১.২ যীশু কীভাবে মন্দিরে হারিয়ে গিয়েছিলেন তা বলতে পারবে।
৮.১.৩ যীশুকে কীভাবে মন্দিরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তা বলতে পারবে।
৮.১.৪ যীশু জ্ঞানে ও বয়সে বৃদ্ধি পেতে লাগলেন এবং বাবা ও মায়ের বাধ্য হয়ে চলতে থাকলেন তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ–১ যীশুর মন্দিরে যাত্রা

শিখনফল: ৮.১.১ যীশু কত বছর বয়সে, কার কার সাথে ও কেন মন্দিরে গিয়েছিলেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ: মন্দিরের ছবি

বিষয়বস্তু

যীশু তাঁর মা বাবা, মারীয়া ও যোসেফের সাথে গালিলেয়ার নাজারেথে বড় হয়েছিলেন। প্রতিবছর যীশুর মা-বাবা জেরুজালেমে যেতেন নিস্তার পর্বে যোগ দিতে। যীশুর বয়স যখন বারো বছর হলো, প্রতিবারের মতো এবারেও তাঁরা পর্বীয় প্রথা অনুসারে সেখানে গেলেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক বাস্তবজীবনের ঘটনা থেকে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন,
তারা বড়দিন বা ইস্টারে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে কি না।
কখনো তারা কোথাও তীর্থ করতে গিয়েছে কি না?
কার সাথে তারা বেড়াতে গিয়েছে এবং কোথায় বেড়াতে গিয়েছে?
শিক্ষার্থীরা কেউ হয়তো উত্তর দেবে তারা মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। যারা শহরে থাকে তারা হয়তো উত্তর দেবে বড়দিনে বা ইস্টারে তারা মা- বাবার সাথে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। কেউ হয়তো দিয়াং বা বারমারী গিয়েছে তীর্থ করতে, বা সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করতে নাগরী গিয়েছে।

শিক্ষক এখন শিক্ষার্থীদের গল্পের আকারে যীশুর মন্দিরে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি বলবেন।
জেরুজালেম ছিল ইহুদি জাতির ধর্মকেন্দ্র। সেখানে ছিল তাদের একমাত্র মন্দির। প্রতি বছর অনেক ইহুদি যারা জেরুজালেমের বাইরে বাস করত তারা সেখানে যেত নিস্তার পর্ব পালন করতে। বহু পিতা মাতা তাদের পুত্রের বয়স তেরো বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তীর্থযাত্রা করে পুত্রকে জেরুজালেম নিয়ে যেতেন। যীশু তাঁর মা বাবা, মারীয়া ও যোসেফের সাথে গালিলেয়ার নাজারেথে বড় হয়েছিলেন। প্রতিবছর যীশুর মা- বাবা জেরুজালেমে যেতেন নিস্তার পর্বে পালন করতে। যীশুর বয়স যখন বার বছর তখন তার মা-বাবা মোশীর বিধান মতে যীশুকে সাথে নিয়ে নিস্তার পর্ব পালন করার জন্য জেরুজালেম গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) যীশু কোথায় বড় হয়েছিলেন?	যীশু গালিলেয়ার নাজারেথে বড় হয়েছিলেন।
খ) প্রতিবছর যীশুর মা ও বাবা কোথায় যেতেন?	প্রতিবছর যীশুর মা ও বাবা জেরুজালেমে যেতেন।
গ) প্রতিবছর কেন তারা জেরুজালেমে যেতেন?	প্রতি বছর নিস্তারপর্ব পালন করতে তারা জেরুজালেমে যেতেন।
ঘ) যীশু কত বছর বয়সে জেরুজালেমে গিয়েছিলেন?	যীশু বার বছর বয়সে জেরুজালেমে গিয়েছিলেন।
ঙ) যীশু কার সাথে জেরুজালেমে মন্দিরে গিয়েছিলেন?	যীশু তাঁর মা বাবা, মারীয়া ও যোসেফের সাথে মন্দিরে গিয়েছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ

নিস্তার পর্ব কেন পালন করা হতো সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে।

মূল্যায়ন

ক) যীশু কোথায় বড় হয়েছিলেন? – গালিলেয়ার নাজারেথে বড় হয়েছিলেন।
খ) ইহুদি জাতির ধর্মকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? – জেরুজালেমে
গ) যীশু কার সাথে জেরুজালেমে মন্দিরে গিয়েছিলেন? – মা-বাবা মারীয়া ও যোসেফের সাথে।

পাঠ–২ যীশু মন্দিরে হারিয়ে যাওয়া

শিখনফল: ৮.১.২ যীশু কীভাবে মন্দিরে হারিয়ে গিয়েছিলেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ: যীশুর মা-বাবা যীশুকে ছাড়া মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন এমন একটি ছবি।
যোসেফের সাথে গালিলেয়ার নাজারেথে বড় হয়েছিলেন। প্রতিবছর যীশুর মাবাবা জেরুজালেমে যেতেন নিস্তার পর্বে।

বিষয়বস্তু

উৎসবকালের শেষে তাঁরা যখন বাড়ির দিকে হলেন, তখন বালক যীশু মন্দিরেই রয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতে পারলেন না। যীশু সহযাত্রীদের সঙ্গেই আছেন মনে করে তাঁরা পুরো এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন, তারপর আত্মীয়স্বজন ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক এপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বাস্তবজীবনের ঘটনা থেকে পর্ব উৎসব পালনের বিষয় বর্ণনা করবেন। যেমন, ইস্টার বা বড়দিনে গির্জা প্রাঙ্গণে বহুলোকের সমাগম হয়। দিয়াং, বারমারী বা নাগরীতে হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। অনেক আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা হয়। সবায় সবার সাথে দেখা করে কথা বলে। এ অবস্থায় পরিবারে কোন নতুন শিশু থাকলে সব আত্মীয় তাকে দেখতে চায়। তাদের আদর করে। অনেক সময় কাকা-পিসি, মামা-মাসি শিশুদের তাদের কাছে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেয়।

শিশুরা সব সময় মা-বাবার হাত ধরে থাকে না। মা-বাবাও কোনো চিন্তা করেন না। তারা ধরে নেন যে, তাদের ছেলে বা মেয়ে আত্মীয় কারো সাথে হয়তো রয়েছে এবং নিরাপদেও আছে। যীশু যখন জেরুজালেমে মন্দিরে গিয়েছিলেন সে সময়ও হয়তো এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল। যীশু বয়স তখন বারো বছর। বারো বছরের একটি ছেলে তার মা-বাবার সাথে সব সময় তাদের মা-বাবার কাছে থাকে না।

যখন উৎসব শেষ হলো যীশুর মা-বাবা বাড়ির পথে রওনা হলেন। কিন্তু যীশু মন্দিরেই রয়ে গেলেন। যীশুর মা বাবা ধরেই নিয়েছিলেন যে যীশু হয়তো তার কোনো আত্মীয়স্বজনের সাথে আছে। তারা পুরো এ কদিনের পথ এগিয়ে গেলেন। যীশু তখনো তাদের কাছে আসেনি বলে তারা আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত জনদের মাঝে যীশুকে খুঁজতে লাগলেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক উৎসব শেষে তাঁরা কোথায় ফিরছিলেন?	যীশু গালিলেয়ার নাজারেথে বড় হয়েছিলেন।
খ) বালক যীশু কোথায় রয়ে গেলেন?	প্রতিবছর যীশুর মা ও বাবা জেরুজালেমে যেতেন।
গ) যীশুর পিতামাতা কী মনে করেছিলেন?	প্রতিবছর নিস্তারপর্ব পালন করতে তারা জেরুজালেমে যেতেন।
ঘ) তাঁরা কয়দিনের পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন?	যীশু বারো বছর বয়সে জেরুজালেমে গিয়েছিলেন।
ঙ) তাঁরা কোথায় যীশুর খোঁজ করলেন?	যীশু তাঁর মা-বাবা, মারীয়া ও যোসেফের সাথে মন্দিরে গিয়েছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ

মন্দিরে থেকে যীশু কাদের সাথে কথা বলছিলেন?

মূল্যায়ন

ক) যীশু কত বছর বয়সে মন্দিরে হারিয়ে গেলেন? – বারো বছর বয়সে।

খ) যীশুর মা-বাবা কখন বাড়ির দিকে রওনা হলেন? – উৎসব শেষে।

গ) তাঁরা কোথায় যীশুর খোঁজ করলেন? – আত্মীয়স্বজন ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে।

পাঠ–৩ যীশুকে মন্দিরে খুঁজে পাওয়া

শিখনফল: ৮.১.৩ যীশুকে কীভাবে মন্দিরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তা বলতে পারবে।

৮.১.৪ যীশু জ্ঞানে ও বয়সে বৃদ্ধি পেতে লাগলেন এবং বাবা ও মায়ের বাধ্য হয়ে চলতে থাকলেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ: যীশু মন্দিরে পন্ডিতদের সাথে কথা বলছেন এমন একটি ছবি।

বিষয়বস্তু

তাঁকে কোথাও না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন। তিন দিন পরে তাঁরা মন্দিরেই তাঁকে খুঁজে পেলেন; শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তিনি তাঁদের কথা শুনছিলেন এবং তাঁদের নানা প্রশ্নও করছিলেন। তাঁর কথা শুনে সবাই তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ও তাঁর সুন্দর উত্তরগুলোতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলেন। যীশুকে ওখানে দেখতে পেয়ে তাঁর পিতামাতা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মা তাঁকে বলে উঠলেন: "খোকা, আমাদের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখ তো, তোমার বাবা আর আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম!" তিনি তাঁদের বললেন: "কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কী জানতে না যে, আমি নিশ্চয়ই আমার পিতার গৃহেই থাকব?" তাঁরা কিন্তু তাঁর এই কথার অর্থ বুঝতেই পারলেন না।

তারপর তিনি তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন; সেখানে তিনি সব সময় তাঁদের বাধ্য হয়েই থাকতেন। তাঁর মা এই সব কথা নিজের অন্তরে গেঁথে রাখতেন। এদিকে জ্ঞানে ও বয়সে যীশু বেড়ে উঠতে লাগলেন, আরও পেতে লাগলেন পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও মানুষের ভালোবাসা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন

তাদের কারও জীবনে কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়ার বা কারও কোথাও পথে হারিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা। যদি এমন কাউকে পাওয়া যায় তাহলে শিক্ষক তাদেরকে সে ঘটনা বলতে দিবেন।

তাদের ঘটনা থেকে নিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন, কোনো কিছু হারিয়ে গেলে বা পথে কোথাও হারিয়ে গেলে আমাদের অনুভূতি কেমন হয়। আমরা কেমন অসহায় হয়ে পড়ি। আমরা ভয় পাই। একাকী অনুভব করি। বিপদের আশঙ্কা করি।

শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের গল্পের আকারে বলবেন যীশুকে হারিয়ে মারীয়া ও যোসেফের কী অবস্থা হয়েছিল:

জেরুজালেমে পর্ব পালন করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথে একদিনের পথ এগিয়ে যাওয়ার পর মারীয়া ও যোষেফ যখন যীশুকে আত্মীয় স্বজনদের ও পরিচিতদের মধ্যে খুঁজে পেলেন না তখন তারা আবার জেরুজালেমের পথে ফিরে গেলেন। তিন দিন পরে তাঁরা মন্দিরেই যীশুকে দেখতে পেলেন। যীশু শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে আছেন। তিনি তাঁদের কথা শুনছিলেন এবং তাঁদের নানা প্রশ্নও করছিলেন। তাঁর কথা শুনে সবাই অবাক হচ্ছিল। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ও তাঁর সুন্দর উত্তরগুলো তাদের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। যীশুকে ওখানে দেখতে পেয়ে তাঁর পিতামাতা অবাক হয়ে গেলেন।

তাঁর মা তাঁকে বলে উঠলেন: "খোকা, আমাদের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখ তো, তোমার বাবা আর আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম!"

যীশু তাঁদের বললেন: "কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কী জানতে না যে, আমি নিশ্চয়ই আমার পিতার গৃহেই থাকব?" তাঁরা কিন্তু তাঁর এই কথার অর্থ বুঝতেই পারলেন না।

তারপর তিনি তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন; সেখানে তিনি সব সময় তাঁদের বাধ্য হয়েই থাকতেন। তাঁর মা এই সব কথা নিজের অন্তরে গেঁথে রাখতেন। এদিকে জ্ঞানে ও বয়সে যীশু বেড়ে উঠতে লাগলেন, আরও পেতে লাগলেন পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও মানুষের ভালোবাসা।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) যীশুকে না পেয়ে তাঁর মা-বাবা কোথায় ফিরে গেলেন?	যীশুকে না পেয়ে তাঁর মা - বাবা জেরুজালেমে ফিরে গেলেন।
খ) তাঁরা কোথায় যীশুকে খুঁজে পেলেন?	তাঁরা তিন দিন পর জেরুজালেমে মন্দিরে যীশুকে খুঁজে পেলেন।
গ) সেখানে যীশু কী করছিলেন?	সেখানে তিনি শাস্ত্রগুরুদের কথা শুনছিলেন ও তাদের প্রশ্ন করছিলেন।
ঙ) শাস্ত্রগুরুরা কী দেখে অবাক হচ্ছিলেন?	যীশুর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও তাঁর সুন্দর উত্তরগুলো শুনে শাস্ত্রগুরুরা অবাক হচ্ছিলেন।
চ) নাজারেথে ফিরে গিয়ে যীশু কীভাবে থাকলেন?	নাজারেথে ফিরে গিয়ে যীশু সব সময় তাঁর মা-বাবার বাধ্য হয়ে থাকতেন।

পরিকল্পিত কাজ

নাজারেথে ফিরে গিয়ে যীশু কীভাবে জীবন যাপন করছিলেন সে বিষয়ে লিখবে।

মূল্যায়ন

ক) যীশুকে কতদিন পর তাঁরা মন্দিরে খুঁজে পেলেন? – তিন দিন পর।

খ) যীশুর পিতামাতা তাঁকে কেমনভাবে খুঁজছিলেন? – উদ্বিগ্ন হয়ে।

গ) যীশু তাঁর মাকে কী উত্তর দিয়েছিলেন? – " কেন খুঁজছিলে আমাকে? তেমরা কি জানতে না যে, আমি নিশ্চয়ই আমার পিতার গৃহেই থাকব"।

ঘ) যীশু কীভাবে বেড়ে উঠতে লাগলেন? – জ্ঞানে ও বয়সে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

অষ্টম অধ্যায়
পবিত্র আত্মা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৯.১ দীক্ষাস্নানে হস্তার্পণে পবিত্র আত্মাকে লাভ করা সম্পর্কে বলতে পারবে।
শিখনফল: ৯.১.১: দীক্ষাস্নানের সময় যীশুর ওপর পবিত্র আত্মার অবতরণের কথা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ১
পাঠ : ১: "পবিত্র সাক্রামেন্তের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে লাভ"।

শিখনফল: ৯.১.১ দীক্ষাস্নানের সময় যীশুর ওপর পবিত্র আত্মার অবতরণের কথা বলতে পারবে।

উপকরণ: দীক্ষাস্নানের সময় যীশুর ওপর পবিত্র আত্মা কবুতরের মতো নেমে আসছে এমন একটা ছবি।

বিষয়বস্তু
প্রভু যীশুখ্রিষ্ট যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের হাতে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর যীশু জল থেকে উঠে আস বার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ দুই ভাগ হয়ে গেল এবং দেখা গেল পবিত্র আত্মা কবুতরের মতো যীশুর ওপর নেমে আসল। তখন স্বর্গ থেকে এই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এর ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।" আমরা পবিত্র দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে সেই একই পবিত্র আত্মাকে লাভ করে থাকি। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সব সময় আমাদের জ্ঞান ও আলো দান করেন, যাতে করে আমরা পবিত্র, ন্যায় ও সত্যের পথে জীবনযাপন করতে পারি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি বুঝতে পেরেছে কি না তা নিশ্চিত করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) প্রভু যীশুখ্রিষ্ট কোন নদীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন?	যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন।
খ) কে যীশুকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন?	বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশুকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন।
গ) বাপ্তিস্ম নেওয়ার পর আকাশ কেমন হয়ে গিয়েছিল?	আকাশ দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল।
ঘ) পবিত্র আত্মা কিসের আকারে যীশুর ওপর নেমে এসেছিল?	পবিত্র আত্মা কবুতরের আকারে যীশুর উপর নেমে এসেছিল।
ঙ) কোথা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল?	স্বর্গ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল।

পরিকল্পিত কাজ
ত্রিত্বের জয় প্রার্থনাটি মুখস্থ শিখে আসতে বলব।
পবিত্র আত্মার প্রতীক একটি কবুতর বাড়ি থেকে এঁকে নিয়ে আসবে।

মূল্যায়ন

ক) পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সব সময় কী দান করেন? — জ্ঞান ও আলো দান করেন।
খ) কে আমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে পথ দেখান? — পবিত্র আত্মা।
গ) যীশুকে কে বাপ্তিস্ম দিয়েছিল? — বাপ্তিস্মদাতা যোহন।
ঘ) স্বর্গ থেকে কী বাণী শোনা গেল? — ইনিই আমার প্রিয় পুত্র এর ওপর আমি সন্তুষ্ট"

নবম অধ্যায়
প্রভুর ভোজ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১০.১ মণ্ডলীর মস্তক কে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কারা তা বলতে পারবে।
শিখন ফল: ১০:১.১: মণ্ডলীর প্রধান কে তা বলতে পারবে।
১০.১.২: মণ্ডলীর সদস্য কারা তা বলতে পারবে।
১০:১.৩: মণ্ডলীর সদস্যগণ সবাই মিলে এক পরিবারের সদস্য, তা বলতে পারবে।
১০.১.৪: মণ্ডলীর সদস্যগণ প্রভুর ভোজে একত্রে মিলিত হয়ে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে, তা বর্ণনা দিতে পারবে।
১০.১.৫: সবা সাথে একতা বজায় রাখবে ও সকলকে ভালোবাসবে।

পাঠ বিভাজন: ৪
পাঠ: ১: " খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তক"
শিখন ফল:১০.১.১ মণ্ডলীর প্রধান কে তা বলতে পারবে।
১০.১.২ মন্ডলীর সদস্য কারা তা বলতে পারবে।
উপকরণ: খ্রিষ্টযাগ বা প্রভুর ভোজে সম্মিলিত জনগণের ছবি।

বিষয়বস্তু
মণ্ডলী হলো খ্রিষ্ট বিশ্বসীদের সমাজ। প্রভু যীশুখ্রিষ্ট প্রেরিত শিষ্যদের নিয়ে প্রথম এই মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। একটি পরিবারে পিতা, মাতা, ভাই, বোন, দাদা, দাদি, কাকা, পিশা সবাইকে নিয়ে একটি পরিবার গঠিত হয় এবং সেখানে পরিবারের একজন প্রধান বা কর্তা থাকেন। ঠিক একইভাবে প্রভু যীশুখ্রিষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্তক বা মাথা আর আমরা সবাই হলাম সেই মণ্ডলীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন, কেউ হাত, কেউ পা, কেউ নাক, কেউ কান, কেউ চোখ ইত্যাদি খ্রিষ্ট বিশ্বাসী আমরা সবাই হলাম মণ্ডলীর সদস্য।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি বুঝতে পেরেছে কি না তা নিশ্চিত করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) মণ্ডলী কি?	মণ্ডলী হলো খ্রিষ্ট বিশ্বাসীদের সমাজ।
খ) প্রভু যীশু খ্রিষ্ট প্রথম কাদের নিয়ে এই মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন?	প্ররিত শিষ্যদের নিয়ে প্রথম এই মণ্ডলীস্থাপন করেছিলেন।
গ) মণ্ডলীর মস্তক কে?	মণ্ডলীর মস্তক হলেন যীশুখ্রিষ্ট।
ঘ) আমরা সবাই মণ্ডলীর কী?	আমরা সবাই মণ্ডলীর অঙ্গপ্রত ঙ্গ্যবা সদস্য।
ঙ) একটি পরিবারের প্রধান কে?	একটি পরিবারের প্রধান পিতা।

পরিকল্পিত কাজ: আগামী দিন তোমাদের পরিবারের একটি ছবি তৈরি করে নিয়ে আসবে।

মূল্যায়ন

ক) সব খ্রিষ্ট বিশ্বাসী কি মণ্ডলীরসদস্য হতে পারে? – হ্যাঁ।

খ) মণ্ডলীর মস্তক কে? – যীশুখ্রিষ্ট

গ) খ্রিষ্ট ম লীর প্রথম সদস্য কে বা কারা? – প্রেরিত শিষ্য।

পাঠ: ২: খ্রিষ্ট মণ্ডলী একটি বড় পরিবার।

শিখনফল: ১০.১.৩ মণ্ডলীর সদস্যগণ সবাই মিলে এক পরিবারের সদস্য, তা বলতে পারবে।

উপকরণ: বড় একটি পরিবারের ছবি যেখানে পিতা, মাতা, ভাই, বোন, দাদু, দাদি, কাকা, পিসি সবাই আছেন।

বিষয়বস্তু

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একা বাস করতে পারে না। তার জীবনধারণের জন্য দরকার একটি পরিবার। পরিবার সম্বন্ধে আমাদের সবারই ধারণা আছে আমরা সবাই পরিবারে জন্মগ্রহণ করি এবং পরিবারে বড় হয়ে উঠি এবং সবাই মিলেমিশে একত্রে বাস করি। পরিবারে বাস করার সময় আমরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠি। প্রভু যীশুখ্রিষ্ট মণ্ডলীর মস্তক এবং আমরা সবাই এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। পরিবারে বিভিন্ন ধরনের সদস্য থাকে যেমন কেউ ছোট, কেউ বড়, কেউ মধ্যম বয়সী ঠিক তেমনি মণ্ডলীতেও বিভিন্ন ধরনের সদস্য রয়েছে, কেউ বয়সে ছোট, কেউ বয়সে বড়, কেউ দেখতে সাদা, কেউ দেখতে কালো, কেউ বাংলাদেশি, কেউ বিদেশি, কিন্তু মণ্ডলীতে আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। এখানে আমরা সবাই মিলে একই মণ্ডলীর সদস্য বা সদস্যা। এখানে গোটা মণ্ডলীই যেন একটি বড় পরিবার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর জানতে চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) মানুয় কেমন জীব?	মানুষ সামাজিক জীব।
খ) মানুয়ের জীবন ধারণের জন্য কী দরকার?	একটি পরিবার দরকার।
গ) আমরা কোথায় জন্মগ্রহণকরি এবং বড় হয়ে উঠি?	আমরা পরিবারে জন্মগ্রহণ করি এবং পরিবারে বড় হয়ে উঠি।
ঘ) গোটা মণ্ডলী কিসের মতো?	বড় একটি পরিবারের মতো।
ঙ) সবাই কি একই রকম দেখতে?	না, সবাই ভিন্ন ভিন্ন।

পরিকল্পিত কাজ: প্রার্থনা: হে প্রিয় যীশু তোমাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে একটি পরিবারের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য। তোমার কাছে বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা করি আমি যেন এই সুন্দর পরিবারের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর মন্ডলীর একজন যোগ্য সদস্য হয়ে উঠতে পারি। আমেন।

মূল্যায়ন

ক) সামাজিক জীব হিশাবে আমরা কোথায় বাস করি? – পরিবারে।

খ) পুরো মণ্ডলী কিসের মতো? – একটি বড় পরিবারের মতো।

পাঠ:৩: খ্রিস্টযাগ বা প্রভুর ভোজ মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।

শিখনফল: ১০. ১.৪ মণ্ডলীর সদস্যগণ প্রভুর ভোজে একত্রে মিলিত হয়ে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে তার বর্ণণা দিতে পারবে।

উপকরণ: ক) খ্রিস্টযাগে যাজক রুটি ভাঙছে এমন একটি ছবি।
খ) প্রভু যীশুখ্রিস্ট পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর ছবি।

বিষয়বস্তু

খ্রিস্টযাগ বা প্রভুর ভোজ হলো মণ্ডলী ও তার ভক্তজনের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা। প্রভু যীশুখ্রিস্ট আমাদের দৈহিক ও আত্মিক খাদ্য– উভয় প্রকার খাদ্যই প্রদান করেন। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখতে পাই, তিনি কী কীভাবে পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার ক্ষুধার্ত মানুষকে আহার দিয়েছিলেন। প্রভু যীশুখ্রিস্ট শেষ ভোজে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে রুটি ও দ্রাক্ষারস উৎসর্গের মাধ্যমে খ্রিস্টযাগ বা প্রভুর ভোজ স্থাপন করেছেন। আর খ্রিস্টযাগ বা প্রভুর ভোজে মণ্ডলীর সদস্য/সদস্যাগণ একত্রে মিলিত হয়ে সমবেতভাবে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করে। প্রভুর এই ভোজে ধনী, গরিব, ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রভুর ভোজে বা খ্রিস্টযাগে সবাই এক। এখানে কোনো ছোট বড় পার্থক্য নেই।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক এখানে কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় প্রার্থনা কী?	খ্রিস্টযাগ বা প্রভুর ভোজ।
খ) প্রভু যীশুখ্রিস্ট আমাদের কী ধরনের খাদ্য দিয়ে থাকেন?	একটি পরিবার দরকার।
গ) বাইবেলে প্রভু যীশু কয়টি রুটি ও কয়টি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার মানুষকে খাইয়েছিলেন?	পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার মানুষকে খাইয়েছিলেন।
ঘ) যীশু কখন খ্রিস্টযাগ স্থাপন করেছেন?	শেষ ভোজের মাধ্যমে খ্রিস্টযাগ স্থাপন করেছেন।
ঙ) কোথায় মণ্ডলীর সব সদস্য/সদস্যা একত্রিত হয়?	প্রভুর ভোজে বা খ্রিস্টযাগে।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা যেন প্রভুর দিন বা রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিনে প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণ করে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করা।

মূল্যায়ন

ক) খ্রিস্টযাগ বা প্রভুর ভোজ কী? – মণ্ডলীর সবচেয়ে প্রধান প্রার্থনা ।
খ) শেষ ভোজে যীশু কী উৎসর্গ করেছিলেন? – রুটি ও দ্রাক্ষারস।

পাঠ: ৪: পারস্পারিক একতা ও ভালোবাসা

শিখনফল: ১০.১.৫ সবলের সাথে একতা বজায় রাখবে এবং সবাই ভালোবাসবে।

উপকরণ:

ক) ছোট একটি শিশু গরিব ভিখারিকে খাদ্য দিচ্ছে এমন একটা ছবি।
খ) খেলার আগে ছেলেমেয়েরা হাতে হাত রেখে প্রার্থনা করছে এমন একটা ছবি।

বিষয়বস্তু

কথায় আছে "একতাই বল"– কিংবা দশের লাঠি একের বোঝা। যখন আমরা একতাবদ্ধ থাকি তখন কেউ আমাদের ধ্বংস বা নষ্ট করতে পারবে না। আমরা তখনই পিছিয়ে পড়ি, যখন আমরা একা একা থাকি। মণ্ডলীর আমরা তখনই একতাবদ্ধ থাকতে পারব যখন আমরা সবা হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে পারবো এবং অন্যকে আপন করে নিতে পারবা। পবিত্র বাইবেলে প্রভু যীশুর সবচেয়ে বড় বা প্রধান আদেশ হলো তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে। তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে। মণ্ডলীর একজন সদস্য/সদস্যা হিসেবে আমাদের উচিত পারস্পরিক দয়া, মমতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ের কাছে যাওয়া এবং কাছে টেনে নেওয়া। এভাবে ভালোবাসতে পারলে মণ্ডলীর আমাদের মধ্যে একতার বন্ধন সৃষ্টি হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা বলতে না পারলে শিক্ষক তাদের বলে দেবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) একতাই বল– কথাটির অর্থ কী?	সবাই একত্রিত থাকলে যে কোনো কাজ করা সম্ভব।
খ) যখন আমরা একতাবদ্ধ থাকি তখন মানুষ কি আমাদের ধ্বংস করতে পারবে?	না, পারে না।
গ) পবিত্র বাইবেলে সবচেয়ে বড় আদেশ কোনটি?	সমস্ত মন–প্রাণ ও অন্তর দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা।
ঘ) একে অন্যকে ভালো না বাসলে একতার বন্ধন কি সৃষ্টি হয়?	না, হবে না।
ঙ) যখন আমরা একে অন্যকে ভালোবাসতে পারব তখন কি মণ্ডলীর সক্রিয় সদস্য হতে পারবো	হ্যাঁ, হতে পারব।

পরিকল্পিত কাজ: প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আগামী ক্লাসে কীভাবে আমরা একে অন্যকে আরও গভীরভাবে ভালোবাসতে পারবো তার একটি তালিকা তৈরি করে আনবে।

মূল্যায়ন

ক) খ্রিস্ট মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় আদেশ কোনটি? – সমস্ত মন ও অন্তর দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা।

খ) প্রতিবেশীকে কেমন করে ভালোবাসতে হবে? – নিজের মতো করে।

গ) একতাই বল – কথাটির অর্থ কী? – সবাই একত্রিত থাকলে যেকোনো কাজ করা সম্ভব।

দশম অধ্যায়
সাক্রামেন্ত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : ১১.১ সাতটি সাক্রামেন্তের নাম বলতে পারবে।
শিখনফল:১১.১.১: সাতটি সাক্রামেন্তের নাম মুখস্থ বলতে পারবে।
১১.১.২: মানুষ পবিত্র হওয়ার জন্য ও ঈশ্বরের কৃপা গ্রহণ করার জন্য সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ: ১: মণ্ডলীতে সাতটি সাক্রামেন্ত

শিখনফল:১১.১.১ সাতটি সাক্রামেন্তের নাম মুখস্থ বলতে পারবে।

উপকরণ: শিক্ষক সাক্রামেন্তসমূহের নাম লেখা দেয়ালে ঝোলানো একটি চার্ট ব্যবহার করতে পারেন।

বিষয়বস্তু
ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা কৃপা লাভের জন্য যীশু আমাদের জন্য সাতটি বাহ্যিক চিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে গেছেন। মণ্ডলীতে এই চিহ্ন প্রতীকগুলোকে সাক্রামেন্ত বলা হয় । এই সাক্রামেন্তগুলো একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কিংবা পর্যায়ে গ্রহণ করে থাকে । এই সাক্রামেন্তগুলোর মধ্য দিয়ে যীশু আমাদের আত্মায় আশ্চর্য কাজ করেন এবং আমরা যদি সময়মতো এই সাক্রামেন্ত গ্রহণ করি তাহলে আমরা প্রচুর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করি। এই সাক্রামেন্তের মধ্যেই আমাদের পরিত্রাণ রয়েছে। মণ্ডলীতে মোট সাতটি সাক্রামেন্ত রয়েছে । যেমন: ক) দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্ম খ) পাপস্বীকার বা পূনর্মিলন গ) খ্রিষ্টপ্রসাদ ঘ) হস্তার্পণ ঙ) বিবাহ চ) যাজকবরণ ছ) রোগীলেপন। অনান্য মণ্ডলীর মধ্যে প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীতে দীক্ষাস্নান ও প্রভুর ভোজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন এবং তিনি তাদের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সাক্রামেন্ত সর্বমোট কয়টি?	সাক্রামেন্ত সাতটি।
খ) সাক্রামেন্ত কী?	ঈশ্বরের কৃপা লাভের বাহ্যিক চিহ্ন।
গ) পৃথিবীতে কে বা কারা এই সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে পারে?	শুধুমাত্র খ্রিষ্ট বিশ্বাসীরা সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে পারে।
ঘ) সাক্রামেন্তের মধ্যে আমাদের কী নিহিত রয়েছে?	পরিত্রাণ নিহিত রয়েছে।
ঙ) কোন সাক্রামেন্ত প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীতে গুরুত্ব দেওয়া হয়?	প্রভুর ভোজ ও বাপ্তিস্ম বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পরিকল্পিত কাজ: আগামী ক্লাসে সাতটি সাক্রামেন্ত মুখস্থ শিখে আসবে।

মূল্যায়ন:

ক) মন্ডলীতে সাক্রামেন্ত মোট কয়টি? – সাতটি।

খ) তুমি কোন কোন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেছ? – আমি শুধু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি।

গ) কোন্ সাক্রামেন্তে আমরা পাপের ক্ষমা পাই? – পাপস্বীকার সাক্রামেন্তের মাধ্যমে।

পাঠ: ২ : "পবিত্র সাক্রামেন্তের মাধ্যমে ঐশ্ব কৃপা লাভ"।

শিখন ফল: ১১.১.২ মানুষ পবিত্র হওয়ার জন্য ও ঈশ্বরের কৃপা গ্রহণ করার জন্য সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে তা বলতে পারবে।

উপকরণ: ভক্তজনগন, হস্তার্পণ, খ্রিষ্টপ্রসাদ ইত্যাদি সাক্রামেন্ত গ্রহণ করছে এ রকম কয়েকটি ছবি।

বিষয়বস্তু

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে সাক্রামেন্ত হচ্ছে মন্ডলিক ও ধর্মীয় বাহ্যিক চিহ্ন, যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করি। সাক্রামেন্তকে অন্য কথায় সংস্কার বলা হয়ে থাকে। এখন আমরা দেখব কীভাবে সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে পবিত্র হয়ে উঠি এবং ঐশ্ব কৃপা লাভ করি। পবিত্র সাক্রামেন্ত প্রদানের সময় কিছু বাহ্যিক জিনিস ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন, মুখের কথা, তেল, জল, সাদা কাপড়, ধূপ, মোমবাতি, ক্রুশ ইত্যাদি। দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তে আমরা আদিপাপ মুক্ত হই, মন্ডলীতে সক্রিয় সদস্য হই এবং খ্রিষ্টান হই। পাপস্বীকার সাক্রামেন্তে আমরা দুর্বল মানুষ হিসোবে পাপের ক্ষমা পাই ও আমাদের মনের ও আচরণের পরিবর্তন ঘটাই। খ্রিষ্টপ্রসাদের মাধ্যমে প্রভু যীশুখ্রিষ্ট রুটির আকারে আমাদের অন্তরে আসেন। হস্তার্পণ সাক্রামেন্তে আমরা পবিত্র আত্মাকে পাই, খ্রিষ্টের বলবান শিষ্য ও সৈনিক হয়ে উঠি। এভাবে প্রতিটি সাক্রামেন্তের মথ্য দিয়ে খ্রিষ্টমন্ডলীতে আমরা পবিত্র হয়ে উঠি এবং ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করে থাকি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যেমে পাঠটি বুঝিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সাক্রামেন্তের মাধ্যমে আমরা কী লাভ করি?	ঐশ কৃপা লাভ করি।
খ) সাক্রামেন্তকে অন্য কথায় কী বল হয়?	সংস্কার বলা হয়।
গ) কী গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র হয়ে উঠি?	সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র হয়ে উঠি।
ঘ) সাক্রামেন্ত প্রদানের সময় কিছু বাহ্যিক জিনিস ব্যবহার করা হয় সেগুলো কী?	তেল, পানি, সাদা কাপড়, ধূপ, মোমবাতি, ক্রুশ ইত্যাদি।
ঙ) কোন সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে আমরা মন্ডলীর সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠি?	বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে।

পরিকল্পিত কাজ: আগামী ক্লাসে তোমার পিতামাতা কোন কোন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেছে তা জেনে আসবে এবং শ্রেণি কক্ষে উপস্থাপন করবে।

মূল্যায়ন

ক) কয়েকটি সাক্রামেন্তের নাম বলো? – দীক্ষাস্নান, খ্রিষ্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ ,পাপস্বীকার বা পুনর্মিলন।

খ) সাক্রামেন্তে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী? – মান্ডলিক ও ধর্মিয় বাহ্যিক চিহ্ন।

গ) সাক্রামেন্তকে অন্য কথায় কী বলা হয়? – সংস্কার।

ঘ) খ্রিষ্টপ্রসাদে রুটির আকারে আমরা কাকে পাই? – প্রভু যীশুখ্রিষ্টকে।

একাদশ অধ্যায়
পলের মন পরিবর্তন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১২.১.১: পলের মন পরিবর্তনের কথা বলতে পারবে।

শিখনফল: ১২.১.১: পল কীভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার করতেন তা বলতে পারবে।
১২.১.২: কীভাবে পলের মন পরিবর্তন হলো তা বলতে পারবে।
১২.১.৩: সর্বদা ঈশ্বরের পথে চলবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ: ১: "খ্রিষ্টবিশ্বাসী অত্যাচারী পলের মন পরিবর্তন"।
শিখনফল: ১২.১.১ পল কীভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার করতেন তা বলতে পারবে।
১২.১.২ পল কীভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার করতেন তা বলতে পারবে।
উপকরণ: যীশুর দর্শন পেয়ে পল ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে আছেন, পাশে তার সঙ্গীরা আছেন এ রকম একটি ছবি।

বিষয়বস্তু
তখন খ্রিষ্টানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আর সৌলের তা দেখে মোটেই পছন্দ হয়নি। তিনি চাইলেন সব খ্রিষ্টানকে ধ্বংস করবেন। এ চিন্তা করে তিনি অনেক সৈন্য নিয়ে দামাস্কাসে যাচ্ছিলেন সেখানকার খ্রিষ্টানদের বন্দী ও হত্যা করার জন্য। তিনি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ উজ্জ্বল আলো চারদিক আলোকিত করে ফেলল। সেই আলো দেখে ভয় পেয়ে সৌল ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেল তখন একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, সৌল সৌল– কেন তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাইছ? সৌল উত্তর দিল আপনি কে প্রভু? কণ্ঠস্বর বলল, আমি নাজারেথের যীশু, যাকে তুমি অত্যাচার করছ। তুমি এখন শহরের মধ্যে যাও সেখানে আমি তোমাকে বলে দেব কী করতে হবে। সৌল অন্ধ হয়ে গেল, সে আর চোখে কিছু দেখতে পেলনা। তার সঙ্গীরা তাকে ধরে নিয়ে দামাস্কাস শহরে যুদা নামের একজনের বাড়িতে নিয়ে গেল। দামাস্কাসে আনানিয়া নামে যীশুর একজন শিষ্য ছিল। আনানিয়া যীশুর কথামতো যুদার বাড়িতে গেলেন এবং সৌলের মাথার ওপর হাত রেখে প্রার্থনা করলেন এবং তাকে সুস্থ করে তুললেন। সৌল নাম পরিবর্তন করে পল নাম ধারণ করলেন। তখন পল হয়ে উঠলেন যীশুর একজন শ্রেষ্ঠ বাণী প্রচারক।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে পেরেছে কি না তার জন্য সংক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) পলের কী ভালো লাগছিল না?	খ্রিষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে পলের ভালো লাগছিল না।
খ) পল তার সৈন্যদের নিয়ে কোন দেশে যচ্ছিল?	দামাস্কাস।
গ) পল কেন দামাস্কাসে যাচ্ছিল?	খ্রিষ্টানদের হত্যা ও বন্দী করার জন্য।
ঘ) দামাস্কাসের যীশুর শিষ্যটির নাম কী?	আনানিয়া।
ঙ) পলকে দামাস্কাসে কার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো?	যুদার বাড়িতে।
চ) সৌল নাম পরিবর্তন করে কী নাম ধারণ করল?	পল নাম ধারণ করল ।
ছ) মন পরিবর্তন করে পল কী হয়ে উঠলেন?	যীশুর আদর্শ প্রচারক হয়ে উঠলেন।

পরিকল্পিত কাজ: পল ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে আছেন এ রকম একটি ছবি আঁকবে।

মূল্যায়ন

ক) পল কিসে চড়ে দামাস্কাসে যাচ্ছিল? – ঘোড়ায় চড়ে।

খ) উজ্জ্বল আলো দেখে পলের কী হলো ? – ভয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন।

গ) কণ্ঠস্বর পলকে কোথায় যেতে বললেন? – দামাস্কাস শহরে যুদার বাড়িতে।

পাঠ: ২: ঈশ্বরের পথ সত্য ও সুন্দরের পথ।

শিখনফল: ১২.১.৩ সর্বদা ঈশ্বরের পথে চলবে।

উপকরণ: পর্বতের ওপর যীশু মানুষের মাঝে শিক্ষা দিচ্ছেন এমন একটা ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বরের ডাকে আহুত ও মনোনীত যারা, তাদের জীবন অনুসরণীয় ও তাদের পথ সত্য ও সুন্দরের পথ। আমরা পূর্বের পাঠটিতে দেখলাম সৌল যে ছিলেন খ্রিষ্টানদের অত্যাচারী ও শত্রু, আর সেই কিনা মন পরিবর্তন করে যীশু খ্রিষ্টের একজন শ্রেষ্ঠ বাণীপ্রচারক হয়ে উঠেছিলেন। পরিবর্তিত হয়ে তিনি শুধু নামেরই পরিবর্তন করেনি , তাঁর জীবনেরও পরিবর্তন করেছেন, হয়ে উঠেছেন সত্য ও সুন্দরের ধারক ও বাহক। তিঁনি আমাদের সামনে এমন সুন্দর একটি পথ দেখালেন যা অনুসরণ করলে আমরা হয়ে উঠতে পারব একজন আদর্শ মানুষ, হয়ে উঠতে পারব একজন আদর্শ খ্রিষ্টান।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে পাঠটি বুঝতে সক্ষম হয়েছে কি না তা জানতে চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ঈশ্বরের পথ কেমন?	সত্য ও সুন্দরের পথ।
খ) ঈশ্বর কি আমাদের ডাকেন?	হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাদের ডাকেন।
গ) সৌল খ্রিষ্টানদের কী করতেন?	অত্যাচার করতেন।
ঘ) সৌলের মন পরিবর্তন কীভাবে হলো?	যীশুর দর্শনে সৌলের মন পরিবর্তন হলো।
ঙ) নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে সৌল কি পরিবর্তন করেছেন?	জীবন পরিবর্তন করেছেন।
চ) যীশুর পথ অনুসরণ করলে আমরা কেমন হয়ে উঠব?	আদর্শ মানুষ ও আদর্শ খ্রিষ্টান হয়ে উঠব।

পরিকল্পিত কাজ: কী কী কাজ করলে আমরা আদর্শ মানুষ কিংবা আদর্শ খ্রিষ্টান হয়ে উঠতে পারব– তার একটা তালিকা তৈরি করে আনবে।

মূল্যায়ন

ক) সৌল মন পরিবর্তন করে কী হয়ে উঠলেন? – আদর্শ বাণী প্রচারক হয়ে উঠলেন।

খ) একজন খ্রিষ্টান হিসোবে আমি কোন পথ অনুসরণ করব? – সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথ।

গ) ঈশ্বর আমাদের সবাইকে কীভাবে ডাকেন? – ঈশ্বর আমাদের সবাইকে নাম ধরে ডাকেন।

দ্বাদশ অধ্যায়
শেষ বিচার

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১৪.১: শেষ বিচার সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল: ১৪.১.১: সব মানুষকে শেষ বিচারে উপস্থিত হতে হবে তা বলতে পারবে।

১৪.১.২: ভালো-মন্দ কাজের ভিত্তিতে সব মানুষের বিচার হবে, তা বলতে পারবে।

১৪.১.৩: বিচারের পর মানুষ স্বর্গে বা নরকে যাবে, তা বলতে পারবে।

১৪.১.৪: সর্বদা সত্য ও পবিত্র পথে চলবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ: ১: জগতের শেষ দিনে মানুষের বিচার হবে।

শিখনফল: ১৪.১.১ সব মানুষকে শেষ বিচারে উপস্থিত হতে হবে তা বলতে পারবে।

উপকরণ: স্বর্গের দ্বারে বিচারক হিসেবে যীশু আছেন, তাঁর সামনে বাম দিকে একদল লোক ও ডান দিকে আর এক দল লোকের ছবি।

বিষয়বস্তু

এই পৃথিবীতে ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির নিয়মে মানুষকে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কোনো মানুষ চিরদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারেনা। সবাইকে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুই সবকিছু নয়। মৃত্যুর পর মানুষকে শেষ বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। জগতের শেষ দিনে যেদিন পৃথিবীর সবস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, সেদিন প্রভু যীশুখ্রিষ্ট পৃথিবীর সব জাতির মানুষকে তাঁর সামনে একত্রিত করবেন। তিনি মানুষকে বিচার করবেন সত্য ও ন্যায়ের বিধানে। সেদিন তিনি ভালো ও মন্দকে আলাদা করবেন। সেদিন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ কর্মের জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। ভালো মানুষ পাবে স্বর্গসুখ এবং খারাপ মানুষ পাবে নরক যন্ত্রণা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা বলতে না পারলে শিক্ষক তাদের বলে দেবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ঈশ্বর মানুষকে কী রূপে সৃষ্টি করেছেন?	নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।
খ) সব মানুষকে কিসের অভিজ্ঞতা অবশ্যই পেতে হয়।	মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সবাইকে অবশ্যই পেতে হয়।
গ) মৃত্যুর পরে মানুষকে কিসের মুখোমুখি হতে হয়?	শেষ বিচারের মুখোমুখি হতে হয়।
ঘ) যীশু মানুষকে কিসের বিধানে বিচার করবেন?	সত্য ও ন্যায়ের বিধানে।
ঙ) ভালো মানুষ কী পাবে?	অনন্ত স্বর্গসুখ।
চ) খারাপ মানুষ কী পাবে?	নরক যন্ত্রণা।

পরিকল্পিত কাজ: আমরা প্রতিদিনের জীবনে কী কী ধরনের পাপ করি তার একটি তালিকা তৈরি করব।

মূল্যায়ন:

ক) কবে শেষ বিচার হবে? – জগতের শেষ দিনে।

খ) মানুষ কিসের জন্য বিচারের সম্মুখীন হবে? – নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য বিচারে সম্মুখীন হতে হবে।

গ) কে কে শেষ বিচারের সম্মুখীন হবে? – পৃথিবীর সক জাতির মানুষ।

পাঠ: ২: মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের বিচার হবে।

শিখনফল: ১৪.১.২ ভালো–মন্দ কাজের ভিত্তিতে সবল মানুষের বিচার হবে তা বলতে পারবে।

উপকরণ: একটি মাপার দাড়িপাল্লা, এক পাশে লেখা ভালো এবং অন্য পাশে লেখা মন্দ।

বিষয়বস্তু

জগতের শেষ দিনে যখন মানুষের শেষ বিচার হবে, সেদিন প্রভু যীশুখ্রিস্ট আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে পৃথিবীতে আসবেন এবং তাঁর সঙ্গে আসবে সমস্ত স্বর্গদূত। পৃথিবীতে তিনি এসে বসবেন গৌরবের সিংহাসনে এবং সেখান থেকে বিচার কাজ শুরু করবেন। তারপর তিনি ভালো ও মন্দ মানুষকে আলাদা করবেন। যারা ভালো তাদের তিনি তাঁর ডান দিকে রাখবেন এবং যারা মন্দ লোক তাদের তিনি রাখবেন বাঁ দিকে। ভালো লোকদের তিনি বলবেন – এসো তোমরা আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র, যারা জগতের শুরু থেকে যে আনন্দের রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে তা এবার তোমরা নিজেদের বলে গ্রহণ কর। কারণ, আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে, যখন তৃষ্ণার্ত ছিলাম আমাকে দিয়েছিলে জল, বিদেশি ছিলাম দিয়েছিলে আশ্রয়; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে, আমি পীড়িত ছিলাম, তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে। তখন ধার্মিকেরা বলবে, প্রভু আমরা কখন এমন কাজ করেছি, তা তো আমরা জানি না। তখন বিচারক তাদের বলবেন, তোমরা আমার অসহায় ও দরিদ্র ভাইবোনদের জন্য যা করেছ তা আমারই জন্য করেছ। তারপর যারা তাঁর বাম দিকে থাকবেন তাদের তিনি বলবেন দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা। শয়তান ও তার চেলাদের জন্য যে আগুন জ্বলছে, সে আগুনের মধ্যে যাও। কারণ, যখন আমার ক্ষুধা পেয়েছিল, তোমরা খেতে দাওনি, আমার পিপাসা পেয়েছিল আমাকে জল দাওনি, আমি পথিক ছিলাম আমাকে আশ্রয় দাওনি, নগ্ন ছিলাম, আমাকে পোশাক দাওনি। তখন তারাও বলবে প্রভু আমরা কখন এমন কাজ করিনি তা তো আমরা জানি না। তখন বিচারক তাদের বলবে, তোমরা আমার দরিদ্র ও অসহায় ভাইবোনদের জন্য যা করোনি, তা আমারই জন্য করনি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে পাঠটি বুঝতে সক্ষম হয়েছে কি না তা জানতে চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) শেষ বিচারের দিনে যীশুখ্রিস্ট ভালো ও মন্দ মানুষকে কী করবেন?	তিনি ভালো ও মন্দকে আলাদা করবেন।
খ) শেষ বিচারের প্রধান বিচারক কে?	প্রভু যীশুখ্রিস্ট।
গ) যারা ভালো তাদের যীশু কোন দিকে রাখবেন?	ডান দিকে।
ঘ) মন্দরা কোন দিকে যাবে?	বাম দিকে।
ঙ) ভালো লোকদের তিনি কী বলে সম্বোধন করবেন?	এসো আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা।
চ) মন্দ লোকদের প্রশ্নের উত্তরে যীশু কী কলবেন?	প্রভু তাদের বলবেন "তোমরা আমার দরিদ্র অসহায় ভাইবোনদের জন্য যা করোনি, তা আমারই জন্য করোনি"।

পরিকল্পিত কাজ: আমরা প্রতিদিনের জীবনে কীভাবে মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল করতে পারি তার একটা তালিকা তৈরি করব।

মূল্যায়ন:

ক) ভালোলোকেরা যীশুর কথার পর কী বলবে? –" প্রভু, আমরা কখন এমন কাজ করেছি তাতো আমরা জানি না"।

খ) মন্দলোকদের যীশু কী বলে তাড়িয়ে দেবেন? – দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা।

গ) শেষ বিচারের দিনে যীশুর সঙ্গে আর কে আসবে? – সমস্ত স্বর্গদূত।

পাঠ: ৩: "বিচারের দণ্ডাদেশে মানুষ পাবে স্বর্গ বা নরক"

শিখনফল: ১৪.১.৩ বিচারের পর মানুষ স্বর্গে বা নরকে যাবে তা বলতে পারবে।
১৪.১.৪ সর্বদা সত্য ও পবিত্র পথে চলবে।

উপকরণ: ক) কল্পিত একটি স্বর্গরাজ্যের ছবি।
খ) কল্পিত একটি নরক যন্ত্রণার ছবি।

বিষয়বস্তু

প্রভু যীশুর শেষ বিচারের দণ্ডাদেশ যারা ভালো কাজ করেছে তারা যাবে স্বর্গলোকে, যেখানে থাকবে চির শান্তি ও আনন্দের ধারা। অন্য দিকে যারা পাপী ও মন্দলোক তারা যাবে নরকের আগুনে, যেখানে শুধু শোনা যাবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। চিরদিন তারা এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। শেষ বিচারের এই ঘটনা আমাদের জীবন পরীক্ষা, মূল্যায়ন ও নতুন চেতনা লাভ করতে সাহায্য করে। আমাদের সর্বদা সত্য ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করার জন্য অনুপ্রেরণা দান করে। প্রতিদিনের জীবনে আমরা যেন পাপ বা মন্দতাকে ত্যাগ করে সত্য ও সুন্দরের পথে চলি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা না পারলে শিক্ষক তাদের বলে দেবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) যীশুর বিচারে যারা ভালো কাজ করেছে তার কোথায় যাবে?	তারা যাবে স্বর্গে।
খ) যারা খারাপ বা মন্দকাজ করেছে তারা কোথায় যাবে?	তারা যাবে নরকে।
গ) স্বর্গে কী বয়ে চলবে?	চির শান্তি ও আনন্দের ধারা।
ঘ) নরক থেকে কী শোনা যাবে?	নরক থেকে শোনা যাবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।
ঙ) শেষ বিচারের এই ঘটনা আমাদের কী শিক্ষা দেয়?	শেষ বিচারের এই ঘটনা আমাদের জীবন পরীক্ষা মূল্যায়ন ও নতুন চেতনা দান করে।

পরিকল্পিত কাজ: প্রার্থনা: হে প্রিয় যীশু, আমাকে এমন শক্তি ও চেতনা দান কর যাতে আমি সব সময় পাপ ও মন্দতা ত্যাগ করে সত্য ও পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। আমেন।

মূল্যায়ন

ক) পাপের পরিণাম কী? – মৃত্যু

খ) নরকে কী শোনা যাবে? – কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।

গ) শেষ বিচারের এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? – জীবনপরীক্ষা মূল্যায়ন ও নতুন চেতনা দান করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিশ্বাসমন্ত্র

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১৫.১.১: বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র) মুখস্থ বলতে পারবে।

শিখনফল: ১৫.১.১ বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র) সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ১

পাঠ: ১: "বিশ্বাসমন্ত্র" খ্রিষ্ট বিশ্বাসের মূল ভিত্তি"

উপকরণ: শ্রেণিকক্ষে সম্মিলিত শিক্ষার্থীর প্রার্থনারত একটি ছবি।

বিষয়বস্তু

বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র) হলো আমাদের খ্রিষ্ট বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। এই প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে একজন খ্রিষ্ট বিশ্বাসী হিসেবে বিশ্বাসের পথে জীবন যাপনের সমস্ত প্রকার দিকনির্দেশনা। এই প্রার্থনাকে মণ্ডলীতে "প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র" ও বলা হয়। প্রার্থনাটি আমরা এভাবে করব।

স্বর্গ–মর্ত্যের স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের এবং তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র, আমদের প্রভু সেই যীশুখ্রিষ্টে আমি বিশ্বাস করি, যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হইয়া কুমারী মারীয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন– পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করিলেন– ক্রুশবিদ্ধ গতপ্রাণ ও সমাধিস্থ হইলেন– পাতালে অবরোহণ করিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থান করিলেন– স্বর্গারোহণ করিলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন– সেই স্থান হইতে জীবিত ও মৃতের বিচারার্থে আগমন করিবেন– আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি– পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী, সিদ্ধগণের সমবায় পাপের ক্ষমা শরীরের পুনরুত্থান– অনন্ত জীবন বিশ্বাস করি। আমেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি বুঝতে পেরেছে কি না তা নিশ্চিত করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) কোন প্রার্থনাকে খ্রিষ্ট বিশ্বাসের মূল ভিত্তি বলা হয়?	বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাসসূত্র)।
খ) বিশ্বাসমন্ত্র বিশ্বাসমূল প্রার্থনাটি মণ্ডলীতে আর একটি নামে ডাকা হয়– সেটির নাম কী?	প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র।
গ) কোন শাসনকালে প্রভু যিশু যাতনাভোগ করেছিলেন?	পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে।
ঘ) প্রভু যিশু কখন পুনরুত্থান করেছিলেন?	মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরুত্থান করেছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ: ক) আগামী ক্লাসে বিশ্বাসমন্ত্র প্রার্থনাটি মুখস্থ শিখে আসবে।

মূল্যায়ন:

ক) বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র) প্রার্থনাটি আমাদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের কী? – মূল ভিত্তি।

খ) বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র) প্রার্থনাটির অপর নাম কী? – প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র।

গ) যিশুখ্রিষ্ট পিতা ঈশ্বরের কোন পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন? – দক্ষিণ।

ঘ) আমরা কি অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি? – হ্যাঁ।